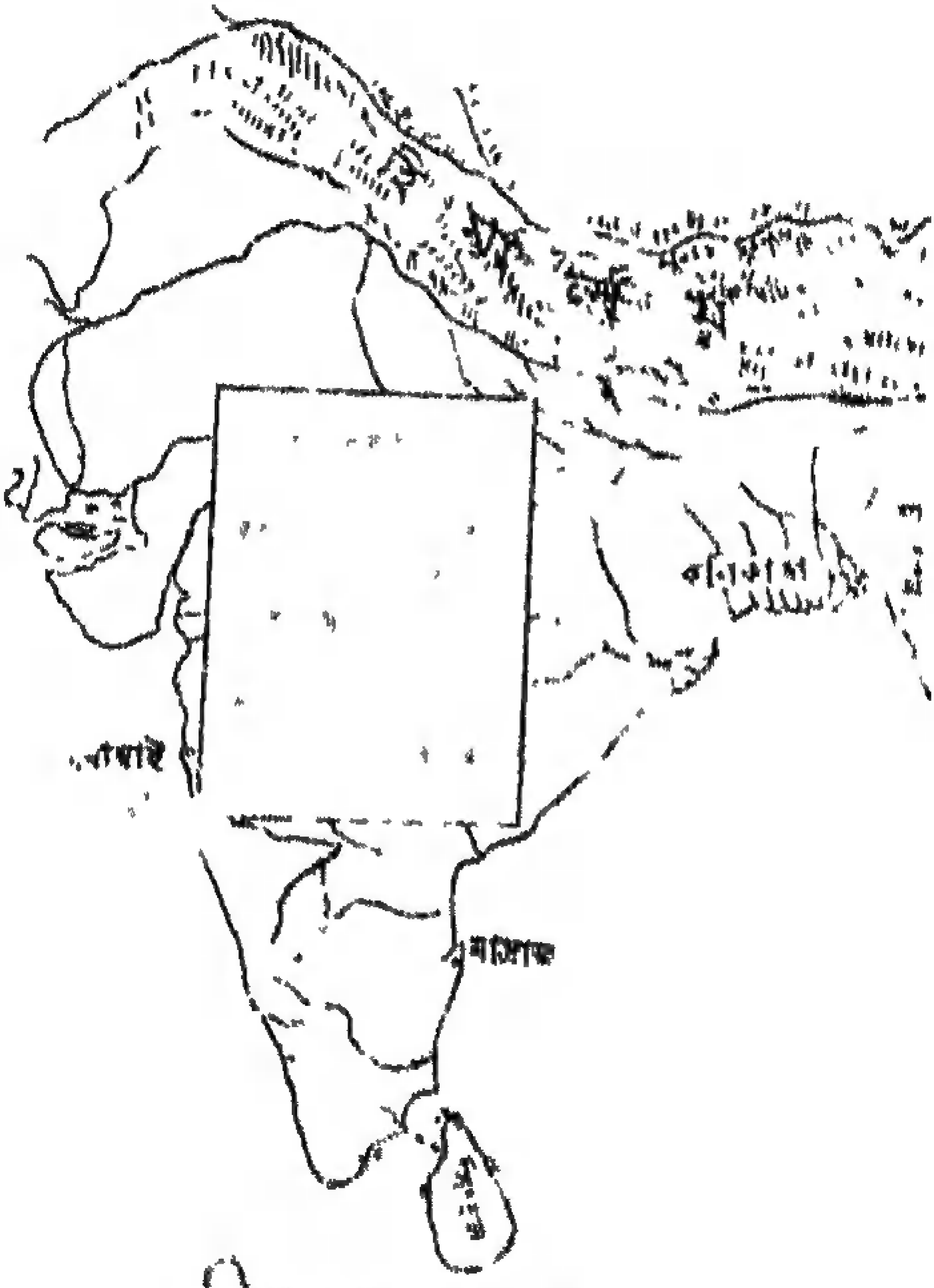


পদ্য-পুরাবৃত্ত

বা

পদ্যে ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস।

(উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্র ও শিক্ষকগণের জন্য)

বিবিধ পুস্তক-প্রণেতা, আড়বালিয়া শ্রীনাথ-বিকাশিনী
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর বিরচিত।

অভিনব সংস্করণ।

পাঠ্য-নির্ব্বাচন সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে
পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত

লিটারারী বুক ডিপো,

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিংস,

কলিকাতা।

১৯২৭

মূল্য । আট আনা

[illegible] ৵০ দশ আনা।

প্রকাশক—

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

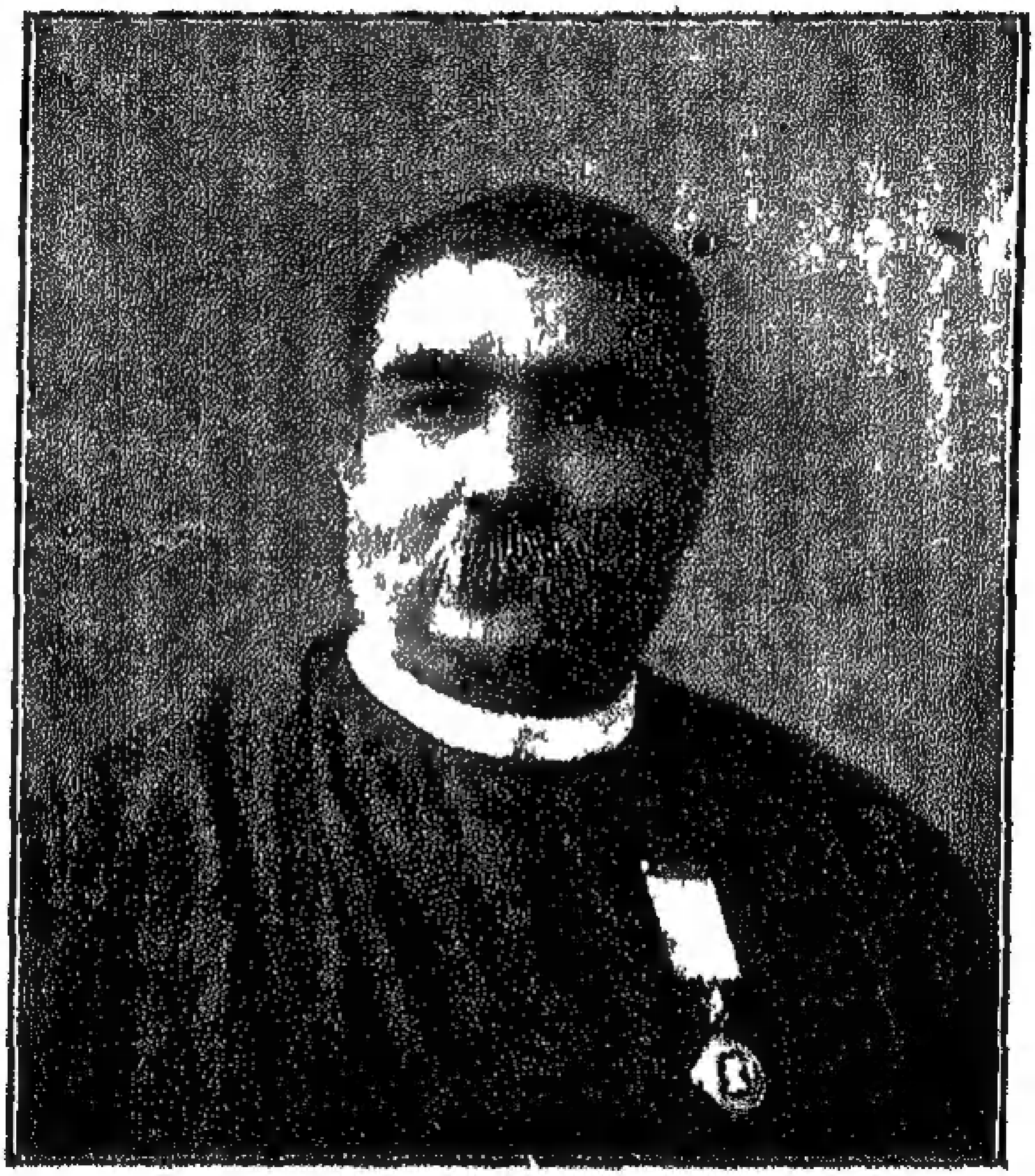
লিটারারী বুক ডিপো, কলিকাতা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—শ্রীঅধরচন্দ্র দাস,

৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।



বিদ্বৎকুল বরেণ্য, গুণিজনগণাগ্রগণ্য, মান্য, বদান্যবর ডাক্তার
শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, সম্বুদ্ধাগম-
চক্রবর্ত্তী, শাস্ত্রবাচস্পতি ও কলিকাতার মহামান্য
ধর্ম্মাধিকরণের সুযোগ্য বিচারপতি মহোদয়
শ্রীকর-কমলে

আর্য্য,

যে গুণে মানব — পূজিত জগতে,
সে গুণে ভূষিত তুমি,
তোমার যশের — বিমল আলোকে,
উজল এ' বঙ্গভূমি
জ্ঞানে, মানে তুমি — সম গরীয়ান,
বাঙ্গালার হিতে রত,
বাঙ্গালার কথা, — বেশ, ভূষা, ভাষা,
সব(ই) তব মনোমত।
তাই সযতনে, — বাঙ্গালার ফুলে
সাজা'য়ে নূতন সাজি,—
স'পিতে তোমার — ও কর-সরো'জে
সাদরে এনেছি আজি
ধর নিজ গুণে, — সামান্য এ দান,
আমি দীন, হীন-মতি,
তোমার পরশে, — পদ্য-পুষ্পগুচ্ছ'
লভিবে মহত্ব অতি

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষি প্রণত ভৃত্য
শ্রীঅঘোরনাথ বসু-কবিশেখর।

ভূমিকা

"পদ্য-পুরাবৃত্ত" প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভারত-ইতিহাসের সমস্ত প্রধান ঘটনা বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী করিয়া সরল পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে। পদ্য স্বভাবতঃ যেরূপ সুখপাঠ্য এবং সহজে স্মরণ রাখার পক্ষে উপযোগী, গদ্য কোনও অংশেই সেরূপ নহে। এজন্য কালাবলীপূর্ণ জটিল ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ সহজে শিশুদিগের সুকুমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে, এই অভিনব উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে যে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা কোমলমতি বালক বালিকাদিগের ইতিহাস-শিক্ষা সম্বন্ধে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব। অলমতি

বাঁকুড়া লণ্ডন মিসন উচ্চ
ইংরাজী বিদ্যালয়
মাঘ, ১২৯০ বঙ্গাব্দ

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন

আমার ভক্তি-ভাজন প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বসু-কবিশেখর মহাশয় গত ১২৯০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে, সুকুমারমতি শিশুদিগের ইতিহাস শিক্ষার সুবিধার্থে, ক্ষুদ্রাকারে এই পদ্য পুরাবৃত্ত বা পদ্যে ভারত-বর্ষের ইতিহাসখানি প্রণয়ন করেন এবং সেই সময় হইতে পর পর কয়েক বর্ষে ইহার অনেকগুলি সংস্করণও বাহির হইয়া যায়। তখন উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষার্থিদিগের জন্য কোনও ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত না থাকিলেও, ২৪ পরগণা, যশোহর প্রভৃতি জিলার অধিকাংশ শিক্ষকই স্ব স্ব বিদ্যালয়ে এই পুস্তক পাঠ্য মনোনীত করিয়া এবং শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ বারকয়েক উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিয়া, ইহার গৌরব ও গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের তৎকালীন সুযোগ্য ইন্সপেক্টর পরম শ্রদ্ধাস্পদ রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরও ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, ইহার প্রচলনে গ্রন্থকারকে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ সুবিধা সত্ত্বেও, গ্রন্থকার নিজের পীড়া

প্রভৃতি কারণে, এই পুস্তকের উন্নতি কল্পে আর কোনও চেষ্টা করিতে পারেন নাই। সেই অবধি পুস্তকখানি উপেক্ষিত ভাবেই পড়িয়াছিল। আমি অতি শৈশবে এই পুস্তক পাঠ করিলেও, ইহার কোন বিষয়ই আমি ভুলিতে পারি নাই। ইহার প্রত্যেক শ্লোকই আমার স্মৃতিপটে অতি প্রস্ফুটিতরূপেই অঙ্কিত রহিয়াছে। পুস্তকখানি পদ্যে লিখিত না হইলে কখনই এরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সুতরাং পদ্যে লিখিত ইতিহাস গদ্য ইতিহাস অপেক্ষা যে বহুলাংশেই কার্য্যকর ও স্মৃতি-সুলভ তাহা সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে। এই সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আমি, নূতন সিলেবস্ বা পাঠ্য তালিকা অনুসারে উচ্চ প্রাইমারী শ্রেণীদ্বয়ের উপযোগী করিয়া পুনরায় ইহার প্রকাশ জন্য গ্রন্থকারের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম এবং তিনিও পুস্তকখানি সেই ভাবে, সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লিখিয়া দিয়া, আমার আশা পূর্ণ করিয়াছেন।

এবার গ্রন্থকার এই পুস্তকের আমূল পরিবর্ত্তন অর্থাৎ পাঠ্য নির্ব্বাচন-সমিতির নির্দ্দেশমত সম্পূর্ণ নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে যে সকল ত্রুটী লক্ষিত হইয়াছিল তাহাও বিশেষ যত্নসহকারে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ,

পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুখপাঠ্য ও উচ্চ প্রাইমারী শ্রেণী দ্বয়ের সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী করিতে গ্রন্থকার যত্ন ও পরিশ্রমের ক্রটী করেন নাই। বিষয় নির্ব্বাচনে, পাঠ্য-নির্ব্বাচন-সমিতির সমস্ত নির্দ্দেশই তিনি পালন করিয়াছেন। এখন শিক্ষা-বিভাগের সহৃদয় কর্তৃপক্ষগণ যদি পুনঃ পুনঃ অনুগ্রহ প্রদর্শনে পুস্তকখানিকে উচ্চ প্রাইমারী শ্রেণীদ্বয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচন করেন তবেই গ্রন্থকার ও আমাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হয়। ইতি

লিটারারী বুক-ডিপো, কলিকাতা
২৮শে মে ১৯১৭

বিনয়াবনত
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
প্রকাশক

সূচীপত্র।

হিন্দু-শাসনকালের কথা ঃ

মুসলমান শাসনকালের কথা ঃ—

ইংরাজ শাসন কালের কথা ঃ



পদ্য-পুরাবৃত্ত

বা

পদ্যে ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস।

প্রস্তাবনা



মাঝে সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়,
বেড়ে তারে গ্রহচয়
ঘুরে ঘুরে অনিবার;
'পৃথিবী' একটা তা'র,
ঘুরে' ঘুরে' সবে,
দিন ছোট রাত করে

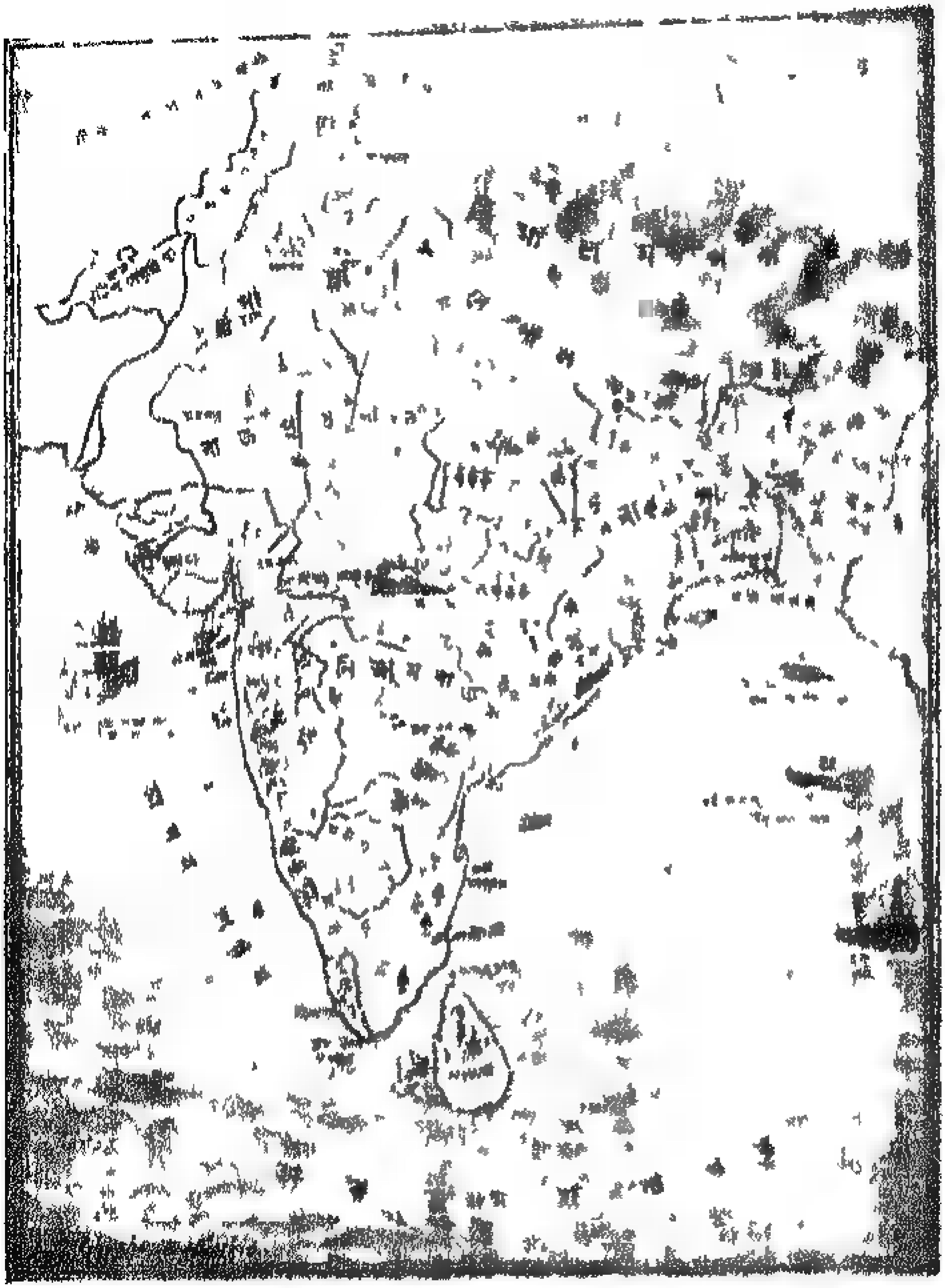
মহাশূন্যে এ যে কাণ্ড,
ধন্য সে—যা'র এ ব্রহ্মাণ্ড।
কম্প্যানের যোগে হ'ত
মাঝে উঁচু পাশে নত,
তেমনই ভূখণ্ড,
শুধু হ'থে জল স্থল
জল তিন ভাগ তা'র,
বাকী স্থল সব তা'র।
স্থল দুই ভাগ হয়,
দু'দিকে পৃথক রয়,
'নূতন', 'প্রাচীন' নামে,
খ্যাত তা'রা ধরাধামে
নূতন ভূভাগে যা
প্রথমে ছিলনা জান
নাবিক কলম্বস * পরে
সে ভাগ প্রকাশ করে
নূতন ভূভাগে রয়
'আমেরিকা' খণ্ডদ্বয়।

* ইটালী দেশের জেনোয়া নগর নিবাসী একজন নাবিক

আছে যে 'ওশিয়ানিয়া',
'আফ্রিকা', 'য়ুরোপ' নিয়া,
'এসিয়া' বিরাজ করে,
মহাদেশ নাম ধরে
এসিয়া বিশাল দেশ,
ধনে জনে সবিশেষ
পরিচিত ধরণায়,
দ্বাদশটী দেশ তায়
'ভারত' একটী তা'র,
জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ সবাকার,
[illegible] হয়,
[illegible] আর না হয়
ভারত সমান স্থান
রূপে গুণে গরীয়ান
কোথাও নাহিক আর
সুবিশাল এ সংসার
আবশ্যক মনোমত
সুন্দর পদার্থ যত,
একাধারে এক ঠাঁই,
সব এ ভারতে পাই।

ভারতে না মিলে যাহা,
জগতে পাবে না তাহা
দৈর্ঘ্যে, এ ভারত খানি
সাড়ে ন'শ' ক্রোশ জানি,
বিস্তারে দৈর্ঘ্যের মত ;
দুই ভাগে স্বভাবতঃ
বিভাজিত দেহ তা'র,
একে 'আর্য্যাবর্ত্ত' আর
অন্যে 'দাক্ষিণাত্য' কয়,
মধ্যে বিন্ধ্য গিরি রয়
ত্রিশ কোটী নারী নরে
ভারতে বসতি করে
শিরে তা'র হিমালয়,
চরণে সাগর রয়,
দুই গিরি 'ঘাট' নামে,
বিরাজে দক্ষিণে, বামে
আদি হিন্দুজাতি বাস
তারি এই ইতিহাস।

—



হিন্দু শাসনকালের কথা।

মানচিত্রে ভারতবর্ষের অবস্থান ও প্রাকৃতিক বিবরণ।

এসিয়ার মানচিত্রে নিম্নে সবাকার
বিরাজে 'ভারত মহাসাগর' অপার
উপরে তাহার রয় উপদ্বীপ তিন,
তিন দিকে তিন ভিন্ন আকারে আসীন
তন্মধ্যে প্রধান যেটা, মধ্যে অবস্থিত,
তাহারি 'ভারতবর্ষ' নাম সুবিদিত
সেকালে ভরত নামে রাজা গুণধাম
শাসিত ভারত, তাই তা'র এই নাম

ভারত স্বভাব রম্য সুবিশাল দেশ
নদ নদী, গিরি বনে মনোরম বেশ।
গঙ্গা, গোদাবরী আদি নদী অগণন
শাখা, প্রশাখায় তায় করি' সংবেষ্টন,
করিয়াছে ভূমি তা'র সরস, উর্বর,
শস্যের সম্ভারে, ভরে বাহ্য কলেবর

সম্পদে সমৃদ্ধ, গুণে পূর্ণ সব স্থান,
জগতে ভারত ক্ষুদ্র ধরার সমান
কোথাও তাহার তপ্ত মরু প্রভাগ,
কোথা হিংস্র প্রাণিপূর্ণ কানন বিজন
কোথা বা মানবময় রম্য জনস্থান,
শ্যামল প্রান্তর, ফল ফুলের বাগান।
কোনো স্থানে বারমাস শীতে কাঁপে কায়,
কোথা তীব্র তাপে হয় প্রাণ যায় যায়
চাহিলে কাহারো পানে শীতলে শরীর,
ভয়ঙ্কর দৃশ্যে কারো চক্ষু হয় স্থির
নানা দিকে নিসর্গের লীলা নানামতে,
জগতে ভারতভূমি সবার উন্নত।
ভারতে যে সব জাতি করে অবস্থান,
দুইভাগ হিন্দু তা'র বাকী মুসল্মান
খৃষ্টান ও অতি জাতি—তাহার ভিতরে,
অসভ্যেরা বাস করে পর্ব্বত উপরে।
ভাল ভাল স্থান যত ধনধান্যময়
হিন্দু আর মুসল্মান জাতি তথা রয়।
ভারতে শাসন-ভেদে রাজ্য সমুদয়
ত্রিবিধ বিভাগে এবে বিভাজিত রয়।

শাসনে 'দেশীয়' এবং 'বৈদেশিক' আর
তথা 'ইংরাজ রাজ্য' প্রধান সবার
যে রাজ্যে ভারতবাসী নৃপ ভবে,
করেন স্বাধীন থাকি' রাজ্যের শাসন,
কিংবা পরাধীন ভাবে থাকি' রাজ্য করে,
'দেশীয়' তাহার নাম ভারত ভিতরে
যে দেশে অন্যান্য জাতি, পর্তুগীজ আর
রাজ্য করে 'বৈদেশিক' দেশে খ্যাতি তা'র।
ইংরাজ সম্রাট যথা প্রভু সমুদয়,
'ইংরাজ রাজত্ব' নামে তার পরিচয়।
ভারতে ইংরাজ রাজ্য অন্য রাজ্য হ'তে
বড় জেনো, আর তাহে দেখ সর্বমতে
পঞ্চদশ ভাগে তাহা বিভক্ত এখন,
প্রতি এক ভাগে তার পর এক জন
ইংরাজ শাসনকর্তা সুশাসন করে
রাজপ্রতিনিধি থাকি' সবার উপরে
'গবর্ণর জেনারেল' উপাধি ধরিয়া,
চালান শাসন, সেই সবারে লইয়া।

বঙ্গদেশ।

ভারতের মাঝে বঙ্গ, রাজ্য শোভাময়
বিরাজে উত্তরে তা'র গিরি 'হিমালয়',
দক্ষিণে সাগর রয়, পূর্ব্বে আরাকান,
পশ্চিমে বিহাররাজ্য করে অবস্থান
সমতল বঙ্গদেশ জলস্থল ময়,
ফলে ফুলে, তরুগুল্মে সমাবৃত রয়
গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নামি' হিমালয় দিয়া
জালের মতন তা'য় রেখেছে ঢাকিয়া
বর্ষে বর্ষে বরষায় গিরিগাত্র চুমি'
সার আনি' সারবান করে তার ভূমি
ধান, পাট আদি শস্য জন্মে তার ফলে,
গ্রামে আম জাম শাল তামাল জঙ্গলে
শ্যাম শস্যে, তরু পত্রে শোভার নিলয়,
'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' রূপে বিরাজিত রয়
সার্দ্ধ চারি কোটী লোক বঙ্গে বাস করে,
অর্দ্ধেকের কম হিন্দু তাহার ভিতরে।
বাকী মুসলমান আর মাত্র জন কত
গারো, সাঁওতাল জাতি তার মধ্যগত।

বঙ্গের যে ভাগ তা'র পূর্ব্বদিকে রয়
'পূর্ব্ববঙ্গ' নামে দেশে তা'র পরিচয়
বহু নদ, নদীপূর্ণ জলময় স্থান,
বর্ষায় ভাসিয়ে হয় সাগর সমান।
উর্ব্বর বহুল আর সব সমতল,
ধান, পাট হয় তার প্রধান ফসল
শস্যে ভরা মাঠ সব, ফলে ভরা বন,
মৎস্যে ভরা নদনদী দেয় বিনোদন

অনার্য্য জাতি

পূর্ব্বকালে এক অতি অসভ্য বর্ব্বর
কৃষ্ণাঙ্গ অনার্য্য জাতি, ভারত ভিতর
করিত বসতি, বন্য পশুর মতন
দলে দলে যথা তথা করিত গমন।
না জানিত তা'রা কোনো ধাতু-ব্যবহার,
কৃষি, শিল্প কিংবা গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপার।
প্রস্তরের ফলা আর অস্থিখণ্ড দিয়া,
করিত মৃগয়া সদা কাননে ঢুকিয়া

ফলমূলে, পশুমাংসে ধরিত জীবন,
কোটরে, কন্দরে কাল করিত যাপন
'দ্রাবিড়' নামেতে ছিল জাতি এক আর
জানিত তাহারা বহু সভ্য ব্যবহার
ধরিত শরীরে স্বর্ণ, রজত ভূষণ,
কৃষি, বাণিজ্যের কাজ করিত সাধন
গ্রাম জনপদ স্থাপি', সমাজ গঠিয়া,
যাপিত জীবন নিজ পরিজন নিয়া
অধুনা যে গারো, গোন্দ, কন্ধ, মান্দাবার,
সাঁওতাল, ভীল আদি অসভ্য নিকর
পাহাড়ে পর্ব্বতে বনে করে অবস্থান,
তাহারাই সেই আদি অনার্য্য সন্তান

—

আর্য্য-জাতি

(আগমন ও বাস)

মধ্য এসিয়ায় এক মনোহর দেশ
আছিল ধরায় আগে প্রসিদ্ধ বিশেষ।
'আর্য্য' নামে এক দীর্ঘ গৌরবর্ণ কায়
বলিষ্ঠ সাহসী জাতি থাকিত তথায়।

কেহ চাষবাস, কেহ পশুর পালন,
কেহবা মৃগয়া করি' যাপিত জীবন।
এইরূপে ক্রমে কত বৎসর কাটিল,
কালে সেই জাতি মধ্যএসিয়া ব্যাপিল,
স্থানাভাবে অবশেষে নানা দল তা'র
করিল পশ্চিমে গিয়ে বসতি বিস্তার।
'ইংরাজ', 'ফরাসী' আদি উপাধি ধরিল
সমস্ত য়ুরোপে ক্রমে প্রভুত্ব স্থাপিল।
এদিকে স্বদেশ মাঝে রহিল যাহারা,
ধর্ম্ম ল'য়ে হ'ল শেষে দুই দল তা'রা।
পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভিল,
হেরে এক দল তা'রা ভারতে ঢুকিল
সিন্ধু, সরস্বতী মাঝে পুণ্যময় স্থান,
মনোলোভা শোভা যা'র স্বর্গের সমান,
করিল বসতি তথা সগর্ব্বে আসিয়া,
নিল 'হিন্দু' নাম, আর্য্য নাম তেয়াগিয়া। *

* প্রাচীন পারসিকগণ 'স'কে 'হ' রূপে উচ্চারণ করিত এজন্য 'সিন্ধু' শব্দ তাঁহাদের মুখে 'হিন্দু' রূপে পরিবর্ত্তিত হয় এবং সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যেরা সেই হিন্দু নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন।

ভারতের আদিবাসী বাধা হ'য়ে তায়,
বাধাইয়ে দিল ঘোর বিগ্রহ ধরায়
হইল পরাস্ত কিন্তু যুঝি বার বার,
পলাইয়ে গেল ল'য়ে পুত্র পরিবার,
দুর্গম পর্ব্বতে, বনে লুকাইল ভয়ে
কতক দাসত্ব মানি' র'ল বাধ্য হ'য়ে
কেবল দ্রাবিড় জাতি বিন্ধ্য হ'য়ে পার,
করিল দক্ষিণাপথে বসতি বিস্তার

পরাজিত হ'লে যত আদিবাসী দল,
লইল হিন্দুরা কেড়ে পঞ্জাব সকল
করিল সর্ব্বত্র স্ব স্ব বসতি স্থাপন,
কৃষি, শিল্প আদি নানা কর্ম্মে দিল মন
যজ্ঞ, পূজা আদি নানা ধর্ম্মে রত র'ল,
বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ক্রমে বিভাজিত হ'ল
প্রতি গোষ্ঠীপতি ল'য়ে স্বগোষ্ঠীর ভার,
লাগিল করিতে নিজে পৌরহিত্য তা'র
এইরূপে শান্তভাবে হিন্দু আর্য্যগণ,
পঞ্জাবে অনেক দিন করেন যাপন

(সমাজ গঠন)

কালে বলীয়ান হ'য়ে গোষ্ঠীপতি সব
করিল অনেক ধন, বিষয়বিভব
হারাইল পূর্ব্বগত আদিবাসিগণে,
ক্রমশ সমগ্রদেশ আনিল শাসনে।
চারি দিকে নব নব রাজ্য বসাইল,
রাজোপাধি ল'য়ে সুখে শাসিতে লাগিল।
রাজকাজে রত হ'লে গোষ্ঠীপতি দল,
পূর্ব্বপ্রাপ্ত পৌরহিত্য গেল রসাতল
ধর্ম্ম হানি জানি' অন্য হিন্দুগণ তা'র,
নিল পৌরহিত্য ছাড়ি' নিজ ব্যবসায়।
বাকী যা'রা ছিল কৃষি, বাণিজ্য ল'য়ে,
এরূপে হিন্দুরা ক্রমে দ্বিজাতি হইল
যজ্ঞ, পূজা আদি যা'রা করিল স্বীকার,
তা'রাই 'ব্রাহ্মণ' হ'ল পূজ্য সবাকার
ধরিল 'ক্ষত্রিয়' নাম রণজীবিজন,
'বৈশ্য' নাম নিল কৃষি, ব্যবসায়িগণ
বাধ্য হ'য়ে ছিল আগে আদিবাসী যা'রা,
দ্বিজাতির সেবা ল'য়ে 'শূদ্র' হ'ল তা'রা।

'শিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ' বলি' দ্বিজ জাতির মাঝ,
পাইল সর্ব্বোচ্চ পদ ব্রাহ্মণ-সমাজ
ছাড়িল সংসার সুখ, বিলাসবাসনা,
যজন, যাজন, শাস্ত্রপাঠ, অধ্যাপনা,
লোকশিক্ষা, দীক্ষা আদি কার্য্যে দিল মন,
ঈশ্বর চিন্তায় সদা রহিল মগন
লিখিল নিখিল শাস্ত্র, সংহিতা, পুরাণ,
তন্ত্র, মন্ত্র, ইতিহাস, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান।
চরক, সুশ্রুত, আয়ুর্ব্বেদ বিরচিল,
কপিলাদি ছয় ঋষি দর্শন লিখিল।
রচিল বিবিধ গ্রন্থ দ্বৈপায়ন-ব্যাস,
চারিভাগ করি বেদ * করিল প্রকাশ

(রীতিনীতি ও সভ্যতা)

আদি হইতেই সভ্য ছিল আর্য্যগণ,
করিত পবিত্রভাবে জীবন যাপন
রক্ষিত নগরে, গ্রামে, সুন্দর ভবনে,
থাকিত একত্র পুত্র কলত্রাদি সনে

---

* হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহা 'ঋক্', 'যজুঃ', 'সাম' ও 'অথর্ব্ব' এই চারি অংশে বিভক্ত

পালিত গো, মেষ আদি পশু অগণন,
কৃষি, শিল্পলব্ধ ধনে ধরিত জীবন
লোম, চর্ম্মজাত বস্ত্রে আবরিত কায়,
সাজাইত দেহ স্বর্ণ, রৌপ্যের ভূষায়
শত্রু হ'তে বাঁচাইতে গৃহ, পরিজন,
ধারাল লোহার অস্ত্র করিত ধারণ
সংস্কৃতে কহিত কথা, লিখিত পুস্তক,
চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি আদি মহত্ত্ব-সূচক
সুন্দর, উজ্জ্বল যাহা হেরিত নয়নে,
তাহাই দেবতা-বোধে পূজিত যতনে
জ্ঞানে, গুণে সব চেয়ে বড় ছিল যা'রা,
পূজিত কেবল এক ঈশ্বর তাহারা
ভাবিত পবিত্র অতি বিবাহবিধান,
প্রাণ দিয়ে স্ত্রীজাতির রাখিত সম্মান।
দেখাইত দেবসম ভকতি রাজায়,
শস্যের ষষ্ঠাংশ মাত্র কর দিত তায়

রামায়ণের কথা   অযোধ্যারাজ্য ।

মনু আদিরাজা, 'স্মৃতি' ধর্ম্মশাস্ত্র যা'র
ইক্ষ্বাকু ও ইলা দুই পুত্র কন্যা তা'র
সূর্য্য আর চন্দ্রবংশ বিদিত জগতে,
ইক্ষ্বাকু ও ইলা হ'তে হ'ল এ ভারতে
জন্মিল দু'বংশে ক্রমে কত নরপতি,
অযোধ্যা, হস্তিনাপুরে করিল বসতি
দিগ্বিজয়-হেতু হ'য়ে বাহ্‌ আগুসার,
স্থাপিল প্রভুত্ব সর্ব্ব ভারতমাঝার ।

কত দিনে সূর্য্যবংশে অযোধ্যানগরে
দশরথ হ'য়ে রাজা, ভারতভিতরে
লভিল বিপুল খ্যাতি, সময়ে তাঁহার
তিন রাণী হ'তে চারি জন্মিল কুমার
জ্যেষ্ঠপুত্র রাম নানা গুণের নিলয়,
হইল সবার পূজ্য, মান্য দেশময়
কালক্রমে দশরথ বার্দ্ধক্য দশায়
উপনীত হ'য়ে, নিজ রাজ্য অযোধ্যায়,
দিতে রামে রাজপদ করিল মনন ;
রামের বিমাতা রাণী কৈকেয়ী তখন,

দাসী মন্থরার মন্দ মন্ত্রণা শুনিয়া,
ঘোরতর পরমাদ দিল ঘটাইয়া।
পূর্ব্বে রাজা, সেই দুষ্টা রাণীর সেবায়
পরিতুষ্ট হ'য়ে, বদ্ধ ছিল প্রতিজ্ঞায়,
করিতে তাহার দুই বাসনা পূরণ ;
সেই সূত্র ধরি' রাণী সহসা তখন *
চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে বনবাস দিতে,
যৌবরাজ্যে নিজপুত্র ভরতে বসিতে—
করাইল নৃপতিরে কৌশলে স্বীকার।
সত্যনিষ্ঠ রাম শুনি' প্রতিজ্ঞা পিতার,
সতীপত্নী সীতা আর বিমাতৃ-নন্দন
লক্ষ্মণে লইয়ে সঙ্গে প্রবেশিল বন।
রামের বিরহে বৃদ্ধ রাজা দশরথ
পাইল পঞ্চত্ব, হ'য়ে ভগ্ন মনোরথ।

এতদিন নন্দিগ্রামে মাতুল আলয়ে
আছিল ভরত অতি অনাহূত হ'য়ে
আসি' অযোধ্যায় পরে শুনি' পূর্ব্বাপর,
বিষাদে ব্যথিত হ'য়ে ছুটিল সত্বর
আনিতে রামেরে কিন্তু কোনো মতে তায়
না হ'য়ে সমর্থ, 'নিজে ফিরি' অযোধ্যায়,

প্রতিনিধিরূপে থাকি' প্রতীক্ষায় তা'র,
আরম্ভিল রাজ্য, ল'য়ে শাসনের ভার
এদিকে শ্রীরাম ক্রমে ভ্রমি' নানাদেশ
দাক্ষিণাত্যে গিয়ে শেষে করিল প্রবেশ
গোদাবরী তীরে বন 'পঞ্চবটী' নাম,
'নন্দন' সমান যা'র শোভা অভিরাম,
মহানন্দে তথা ভ্রাতা, ভার্য্যায় লইয়া,
রহিল নির্জ্জনে এক কুটির গঠিয়া
এইকালে একদিন লঙ্কার রাবণ
প্রবেশি' সে বনে সীতা করিল হরণ।
না দেখি' সীতায় রাম ব্যাকুল হইয়া,
ঢুকিল কিষ্কিন্ধ্যা দেশে লক্ষ্মণে লইয়া।
বালী ও সুগ্রীব তথা দুই সহোদর
রাজ্য ল'য়ে দ্বন্দ্বে রত ছিল পরস্পর
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম সৌহৃদ্য স্থাপিয়া,
করিল তাহারে রাজা, বালীরে বধিয়া।
ল'য়ে তার সেনা গিয়ে লঙ্কা আক্রমিল,
সবংশে রাবণে মারি' সীতা উদ্ধারিল।
সময়ে হইলে শেষ বনবাস-কাল
অযোধ্যায় এসে রাম হইল ভূপাল



পঞ্চবটী-বন।

কিন্তু তবু ভাগ্যে সুখ না ঘটিল তাঁ'র,
সীতার চরিত্রে যত লোক অযোধ্যার,
লঙ্কায় রাবণ-গৃহে ছিলেন বাঁধা,
অর্পিল কলঙ্ক কত, অপবাদ দিয়া।
সীতা যে পরমসতী, নিষ্পাপজীবন,
জানিত শ্রীরাম, তবু প্রজার রঞ্জন
জীবনের সার ভাবি' তারে বিসর্জিল,
বাল্মিকী সীতায় ল'য়ে আশ্রমে রাখিল
পূর্ণগর্ভ সীতা তথা, আশ্রমে তাহার
প্রসবিল লব, কুশ যমজকুমার।
কতদিনে সেই দুই পুত্রে সঙ্গে ক'রি'
আসিল বাল্মিকী মুনি অযোধ্যানগরী।
দেখি' লব কুশে, শুনি' সংবাদ সকল,
সীতাহেতু রাম বড় হইল বিহ্বল,
লইতে তাহারে পুনঃ বাসনা করিয়া,
জানিতে চাহিল মত প্রজায় আনিয়া।
দুষ্ট প্রজাগণ তাহে সম্মতি না দিল,
ক্ষোভে অভিমানে সীতা জীবন ছাড়িল

এই সব রাম কথা, সুকবি বাল্মিকী
সপ্ত কাণ্ডাত্মক এক মহাকাব্যে লিখি',

'রামায়ণ' নামে তাহা করি' প্রচার,
রাখিল অমর-কীর্ত্তি সংসার-মাঝার।
শ্রীরামের পিতৃভক্তি, সত্য, শিষ্টাচার,
লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সাধু-ব্যবহার,
সীতার সতীত্ব, নীতি, কর্ত্তব্যের জ্ঞান,
করিয়াছে রামায়ণে অমরত্ব দান।

মহাভারতের কথা—হস্তিনাপুর রাজ্য

কালক্রমে অযোধ্যার হ'লে অবনতি,
লভিল হস্তিনাপুরী প্রতিপত্তি অতি।
চন্দ্রবংশে কত বীর জনমি' তথায়,
স্থাপিল মহিমাময়ী কীর্ত্তি এ ধরায়।
তন্মধ্যে বিচিত্রবীর্য্য রাজা একজন,
ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু দুই তাহার নন্দন।
জ্যেষ্ঠপুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া,
নারিল শাসিতে পিতৃরাজত্ব লইয়া।
বসিল কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজসিংহাসনে,
কিছুকাল করি' রাজ্য প্রবেশিল বনে।

যুধিষ্ঠির আদি বীরশিশু পাঁচজন
রাখিয়া অকালে তথা মুদিল নয়ন।
রাজ্যরক্ষাহেতু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁ'য়
ভ্রাতুষ্পুত্রগণে ত্বরা আনি' হস্তিনায়—
জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে রাজ্যে যুবরাজ করি'
লাগিল শাসিতে করে রাজদণ্ড ধরি'।
পাণ্ডুর কুমার পঞ্চ পিতৃনাম হ'তে,
'পাণ্ডব' বলিয়ে হ'ল বিদিত ভারতে।
দুর্যোধন আদি শত অন্ধের নন্দন
কুরু নৃপতির করি নামানুসরণ,
ধরিল 'কৌরব' নাম, তাদের ভিতর
জ্যেষ্ঠ দুর্যোধন বড় ছিল স্বার্থপর
পাণ্ডবের সুখ দেখি হিংসায় জ্বলিল,
লইতে তাদের প্রাণ চক্রান্ত আঁটিল।
বুঝি' তা'র মনোভাব পাণ্ডু পুত্রগণ,
গোপনে দ্রুপদ রাজ্যে করিল গমন
তৃতীয় পাণ্ডব বীর অর্জুন তথায়
লক্ষ্য ভেদি' লাভ করি' দ্রুপদসুতায়,
দেখাইল আপনার বিচিত্র ক্ষমতা;
হস্তিনায় অন্ধরাজ শুনি' সে বারতা,

লোকলজ্জা-ভয়ে তার পাণ্ডবে আনিয়া,
রাজ্যের অর্দ্ধেক দিল বিভাগ করিয়া
রাজ্য পেয়ে পাণ্ডবেরা তুষ্ট হ'য়ে অতি
যমুনার তীরে গিয়ে করিল বসতি
'ইন্দ্রপ্রস্থ' নামে নব পুরী নির্ম্মিল,
'রাজসূয়-যজ্ঞ' করি' যশস্বী হইল,
লভিল সুখ্যাতি কত গুণগরিমায়,
ঈর্ষাযুক্ত হ'য়ে দুষ্ট দুর্য্যোধন তা'য়—
কপট পাশায় জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবে জিনিয়া,
রাজপাট সব তার, লইল কাড়িয়া।
পরে বাধ্য করি' তা'রে বনে নিষ্কাসিল,
রাজ্য লয়ে নিষ্কণ্টকে শাসিতে লাগিল।
পত্নীসহ বনে গিয়ে পাণ্ডুপুত্রগণ
দ্বাদশ বৎসর তথা করিল যাপন।
তৎপরে বৎসরকাল অজ্ঞাতে থাকিয়া
বিরাটের রাজ্যে, দেশে আসিল চলিয়া।
কৌরব সভায় কৃষ্ণে দৌত্যে পাঠাইল,
ফিরে দিতে রাজ্য দুর্য্যোধনেরে কহিল।
দাম্ভিক কৌরবপতি রাজা দুর্য্যোধন,
না করি' তাহার ন্যায্য প্রার্থনা পূরণ,

উত্তরিল গর্ব্বে—'রাজ্য স্চ্যগ্র প্রমাণ
সংগ্রাম ব্যতীত কভু না করিব দান।'
শুনি' সভ্রাতৃ তা'র রুষিল পাণ্ডব,
বাধিল কুরুক্ষেত্রে ভীষণ আহব।
দু'পক্ষে অনেক রাজা আসি' যোগ দিল,
মহাতেজে আঠার দিন সমর চলিল।
অগণিত লোক হ'ল হতাহত তা'য়,
শেষে যুধিষ্ঠির রাজা হ'ল হস্তিনায়।
জ্ঞাতি বধি' রাজ্য লভি' সাধু যুধিষ্ঠির
না পাইল শান্তি মনে হইল অস্থির।
অর্জ্জুনের পৌত্রে ক'রি' রাজা হস্তিনার,
ভ্রাতৃগণে ল'য়ে ছাড়িল সংসার।

কুরু পাণ্ডবের এই কীর্ত্তি-বিবরণ
লক্ষাধিক শ্লোকবন্ধে করিয়ে গ্রন্থন,
বেদের বিভাগ-কর্ত্তা ঋষি বেদব্যাস
করিলা প্রসিদ্ধ 'মহাভারত' প্রকাশ।

মহাভারতের মত বৃহৎ আকার
বহু শিক্ষা, জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ নাহি আর।
হিন্দুর প্রাচীন রীতি, নীতি সমুদয়,
ধর্ম্ম কর্ম্মাদির কথা সবি ইথে রয়

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম

নেপালে কপিলবাস্তু রাজ্য সুশোভন,
কতদিনে রাজা তাহে হ'ল শুদ্ধোদন
মায়াদেবী নামে তা'র রাণীর উদরে,
খ্রীষ্টপূর্ব্ব পাঁচশত সাতান্ন বৎসরে,
জনমিল পুত্র এক রূপবান অতি,
সিদ্ধার্থ তাহার নাম রাখিল নৃপতি
বাল্যে সেই পুত্র বড় ছিল বুদ্ধিমান,
নির্জ্জনে বাগানে বসি' করিত ধেয়ান
'কিসে যা'বে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুভয়,
কিসে হ'বে এ সংসার সুখশান্তিময়'—
ছাড়ি' খেলাধুলা, ভোগবিলাস সকল,
থাকিত সতত সেই চিন্তায় বিহ্বল
পুত্রের বৈরাগ্য দেখি ক্ষুব্ধ নরপতি,
গোপা নাম্নী আনি' এক কন্যা গুণবতী,
যথাকালে তা'র সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল,
নানা ভোগসুখে তা'র মন ভুলাইল
বিলাসে সিদ্ধার্থ হ'য়ে প্রায় কতদিন
অনিত্য সংসারসুখে রহিল বিলীন

জন্মিল রাহুল নামে সুন্দর কুমার,
কিন্তু তাহে না বাড়িল সুখ কিছু তাঁ'র
বরঞ্চ নগর পথে দেখি' কয়বার
তিন লোক দুঃখী, দুঃখে ভাবিল হৃদয়
একদিন রথে চড়ি' পথে বেড়াইতে
জীর্ণ দেহ বৃদ্ধ এক পাইল দেখিতে।
দন্তহীন, শুভ্রকেশ শিরের উপর,
কাঁপিতে কাঁপিতে যায় লাঠি করি' ভর
জিজ্ঞাসিল সারথিরে সিদ্ধার্থ তখন,—
'কেন এ লোকের মন্দ অবস্থা এমন?'
সারথি উত্তর দিল – 'জাননা কুমার,
বৃদ্ধ হইলেই হয় এ দশা সবার।'
শুনিয়া সিদ্ধার্থ মনে মানিল বিস্ময়,
ফিরিল ভবনে হ'য়ে বিষণ্ণ-হৃদয়
রোগী এক দেখি' পথে আর একদিন,
অন্যদিন বস্ত্রে ঢাকা দেহ প্রাণহীন,
সিদ্ধার্থ ব্যাকুল হ'ল, ভাবিল অন্তরে,
সুখ নাই, শুধু কষ্ট সংসার ভিতরে।
তৎপরে চতুর্থবার ভ্রমণ-সময়
দেখি' পথিমধ্যে এক প্রশান্ত-হৃদয়

স্থিরমূর্ত্তি সন্ন্যাসীরে, সহসা তাহার
জাগিল পূর্ব্বের সেই বৈরাগ্য আবার।
বিষয়ের প্রতি ঘোর ঘৃণা জনমিল,
গোপনে সংসার ছাড়ি' সন্ন্যাসী হইল

প্রথমে সিদ্ধার্থ দুই ব্রাহ্মণ-ভবনে
কাটাইল কত দিন শাস্ত্র-অধ্যয়নে।
তৎপরে গয়ায় গিয়ে বনের ভিতর,
ছয়বর্ষ ধরি' ধ্যান করিল বিস্তর
না পাইয়ে কিন্তু তাহে সিদ্ধি মনোমত,
রহিল নিবিষ্টমনে চিন্তায় নিরত
এরূপে করিতে চিন্তা একদা তাহার
সহসা ফুটিল চক্ষু, ছুটিল আঁধার
লভিল পরমজ্ঞান—"নিষ্পাপজীবন
একমাত্র মানবের সুখের কারণ।
যাগযজ্ঞ, বলিদান বিফল সকল,
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' মুক্তির সম্বল"
চিন্তায় সিদ্ধার্থ এই জ্ঞানলাভ করি',
হইল পরম সাধু 'বুদ্ধ' নাম ধরি'
করিল নূতন এক মতের প্রচার,
'বৌদ্ধধর্ম্ম' নামে দেশে প্রসিদ্ধি যাহার।

কাশীতে প্রথমে নিজ মত চালাইয়া,
মগধে আসিল বুদ্ধ শিষ্যগণ নিয়া।
কারি' কতদিন তথা স্বমত প্রচার,
পশিল কোশল দিয়ে দেশে আপনার
গৃহে ছিল গোপাপত্নী, রাহুল নন্দন,
ভ্রাতা, ভগ্নী আদি কত আপ্ত, বন্ধুগণ।
সকলে স্বমতে আনি' ধর্ম্মে দীক্ষা দিল,
পরিহরি' গৃহ পুনঃ ভ্রমণে চলিল
কুশীনগরের দিকে গিয়ে তারপর,
ছাড়িল জীবন এক বনের ভিতর।

বুদ্ধদেব হ'লে গত ধর্ম্মমত তাঁ'র
করিল ভারতময় প্রভাব বিস্তার
নিষ্ঠাগুণে শ্রেষ্ঠ বলি' প্রতিষ্ঠা পাইল,
শ্যাম, ব্রহ্ম, লঙ্কা, চীন, জাপান ছাইল।

যদিও ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের এখন
পূর্ব্বের মতন আর নাহি প্রচলন,
তথাপি পঞ্চাশ কোটী, লোক ধরাতলে
অদ্যাপি বুদ্ধের সেই মত মানি' চলে।

মহাবীর ও জৈনধর্ম্ম

ত্রিহুতে বৈশালী বলি' ক্ষুদ্র রাজ্যছিল,
ক্ষত্রকুলে মহাবীর তথা জনমিল
হইল সন্ন্যাসী ছাড়ি' পত্নী, পরিজন,
ধরিল বৈরাগ্য ব্রত, কঠোর সাধন
সিদ্ধ হ'য়ে 'জীন' এই নাম শেষে নিল,
মহাজ্ঞানী, গুণী বলি' প্রতিষ্ঠা লভিল
'জীবে দয়া, জীবসেবা' আশ্রয় করিয়া,
প্রকাশিল নবধর্ম্ম 'জৈন' নাম দিয়া।
ত্রিবিশ বৎসর তাহা করিয়া প্রচার,
বহু শিষ্য রাখি' পরে ছাড়িল সংসার
জৈন, বৌদ্ধ দুই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ অভেদ,
দুই ধর্ম্মে এক নীতি হিংসার উচ্ছেদ
ভেদ মাত্র বৌদ্ধগণ মাছ, মাংস খায়,
জৈনসাধুগণ তা'র ছায়া না মাড়ায়
বরঞ্চ কীটাদি ক্ষুদ্র জীবে না বধিয়া,
গবাদি পশুর সেবা করে প্রাণ দিয়া
ভারতে 'পিঞ্জরাপোল' জৈন প্রতিষ্ঠান
পশুসেবা, পালনের সাক্ষ্য করে দান

ভারতে বুদ্ধের ধর্ম এবে হীন প্রাণ,
জৈনধর্ম কিন্তু আজো আছে বর্তমান।
পার্শ্বনাথ আদি কত জীনের মন্দির
ঘোষিছে মহত্ত্ব জৈন স্থাপত্য, শক্তির

বিজয়সিংহ ও লঙ্কা-বিজয়

রাঢ় নামে বাঙ্গালার যে স্থান এখন
বিখ্যাত, সেখানে আগে রাজা একজন
সিংহবাহু নাম ধরি' শাসিত বসিয়া
বিজয় তাহার পুত্র অবাধ্য হইয়া,
আরম্ভিল উৎপীড়িতে পিতৃপ্রজাগণে,
তাড়াইয়ে তা'রে রাজা দিল ক্রোধমনে।
নির্ভীক বিজয় তায় ক্ষুব্ধ না হইয়া,
মাত্র সাতশত সঙ্গে সহচর নিয়,
নৌকায় চড়িয়া গিয়া লঙ্কায় উঠিল,
জয় করি' লঙ্কা তথা রাজত্ব স্থাপিল।

কালে বিজয়ের কাল হইলে পূরণ,
পাণ্ডুবাসুদেব তাঁ'র অনুজ নন্দন,
বঙ্গ হ'তে তথা গিয়ে রাজপদ নিল,
বহুদিন ধরি' লঙ্কা নিয়মে শাসিল।
পাণ্ডুবাসুদেব বংশ লঙ্কার ভিতর
দু'হাজার বর্ষ ব্যাপী ছিল অধিশ্বর।
বিজয়ের বংশোপাধি 'সিংহ' আখ্যা হ'তে,
লঙ্কার 'সিংহল' নাম বিদিত জগতে।

আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ

কতদিনে গ্রীসদেশে মাসিদোনিয়ায়
আলেকজান্দার বীর বিখ্যাত ধরায়,
রাজা হ'য়ে দিগ্বিজয়ে হ'ল আগুয়ান,
নিল জিনে একে একে রাজ্য কত খান
সমগ্র পারস্যে বশে আনি' তা'র পরে,
প্রবেশে পঞ্জাবে এসে বীর দর্পভরে
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র নানা খণ্ডে পঞ্জাব তখন
আছিল বিভক্ত, তা'র অধিপতিগণ

পরস্পর ঘোরতর হিংসাপর ছিল,
বাধা দিতে গ্রীকবীরে কেহ না বুঝিল
বরঞ্চ স্বেচ্ছায় কত নৃপতি তাহার
সহায় হইল, করি' বশ্যতা স্বীকার।
পুরুনামে মাত্র বীর রাজা এ চজন
সঙ্গে ল'য়ে নিজ দুই সাহসী নন্দন,
বিতস্তার তীরে গিয়ে তা'রে আক্রামিল,
যুঝি' পরাক্রমে কিন্তু আপনি হারিল
পাইল আঘাত দেহে, মরিল নন্দন,
তথাপি নির্ভীক পুরু না ছাড়িল রণ
রণশ্রমে তা'রে শেষে প্রায় হীনবল
দেখিয়ে, করিল বন্দী গ্রীক সেনাদল।
শিবিরে লইয়ে গিয়ে রাজায় সপিল,
গ্রীকরাজ পুরুবীরে দেখি' জিজ্ঞাসিল,—
'কিরূপ আমার ঠাঁই চাহ আচরণ?'
গর্ব্বে উত্তরিল পুরু,—'রাজার মতন—
তুমি রাজা, আমি রাজা, ভেদ কিছু নাই,
তব ঠাঁই তাই রাজ-ব্যবহার চাই।'
শুনি' সে উত্তর সুখী গ্রীক অধিপতি,
স্থাপিল তাঁহারে তাঁ'র রাজ্যের উপর

বহুবাদ্য দিয়ে তা'রে বন্ধুত্বে বাঁধিল,
দু'বর্ষ পঞ্জাবে থাকি দেশে উত্তরিল।
ম'লে গ্রীকরাজ তা'র যত অধিকার
লইল বাটিয়ে সেনাপতিরা তাহার
তন্মধ্যে প্রসিদ্ধনামা বীর সেলুকস,
ভারত, বক্ত্রিয়া আদি রাজ্য করি' বশ,
হইল স্বাধীনরাজা, রাজপাট নিয়া,
সিরিয়ায় রাজধানী বসাইল গিয়া

মগধরাজ্য—চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক

মগধ বিশালরাজ্য, বহুদিন হ'তে
ধনে জনে গরীয়ান ছিল এ ভারতে
মহাবল জরাসন্ধ প্রসিদ্ধ ধরায়,
করিত অমিততেজে রাজত্ব তথায়।
'শিশুনাগ' নামে রাজা মহাশক্তিধর
কত দিনে মগধের হ'ল অধিশ্বর
নিজনামে দিল এক বংশের পত্তন,
জনমিল ক্রমে তাহে রাজা কতজন।

তন্মধ্যে অজাতশত্রু সাহসী, চতুর,
বাড়াইল স্বরাজ্যের সীমা বহুদূর
স্থাপিল 'পাটলীপুত্র' নগর সুন্দর,
'পাটনা' নামেতে যা'র খ্যাতি বর্ত্তমান
 কালে হ'লে শিশুনাগ বংশের পতন,
শূদ্র নন্দবংশ এসে নিল সিংহাসন।
সেই বংশে মহানন্দ শেষ মহীপাল,
লভিল বিপুল ধন, রাজত্ব বিশাল
ছাড়ি' রাজগৃহপুরী পূর্ব্ব রাজধানী,
বসাইল রাজপাট পাটনায় আনি
দাসী ছিল তা'র মুরা নাপিত জাতীয়া,
করিল বিবাহ তা'রে সুন্দরী দেখিয়া
সেই বিবাহের ফলে জন্মিল সন্তান,
চন্দ্রগুপ্ত নামে খ্যাত মহাবীর্য্যবান
 যৌবনে গুপ্তের দেখি' যোগ্যতা অপার
শত্রু হ'ল বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাহার
নাপিতানী-গর্ভজাত নীচ বলি' তা'রে
লাগিল পীড়িতে সদা নানা অত্যাচারে
ক্ষুব্ধ হ'য়ে গুপ্ত, দিতে প্রতিফল তা'র
পলা'য়ে পঞ্জাবে গেল বিতস্তার পার

সদলে তখন তথা আলেকজান্দার
ঘোরতর রণে রত ছিল অনিবার
শিবিরে তাহার গিয়ে আশ্রয় লইল,
মগধ বিজয়ে তার সাহায্য চাহিল
না পাইয়া কিন্তু তাহা, নিকটে তাহার
যুদ্ধ বিদ্যা শিখি' দেশে আসিল আবার ;
চাণক্য নামেতে এক মহাবিচক্ষণ
ব্রাহ্মণ করিত বাস মগধে তখন,
মহানন্দ-হস্তে হ'য়ে অপদস্থ অতি
শাসিতে তাহারে বসি' করিত যুক্তি
করিয়ে সহায় তাঁ'রে যুদ্ধ আরম্ভিল,
নন্দবংশ ধ্বংস করি' নৃপতি হইল
বাড়াইল বলবীর্য্য, বিষয়, বিভব,
নিল কেড়ে পঞ্জাবের গ্রীকরাজ্য সব।
গ্রীকরাজ সেলুকস্ সেকথা শুনিয়া,
আসিল শাসিতে গুপ্তে ভারতে ছুটিয়া
মানি' পরাভব কিন্তু বীরাগ্র তাহার,
করন্ধপে পেয়ে হস্তী, বস্তু কত আর,
ভারতের গ্রীকরাজ্য সব তা'রে দিল,
সন্ধি করি' সঙ্গে তা'র সখ্য সংস্থাপিল ।

সন্ধি-সূত্রে অবশেষে চন্দ্রগুপ্ত বীরে,
নিজ মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেশে গেল ফিরে।
সেলুকস-দূত মেগাস্থিনিস্ * প্রবীণ
গুপ্তের সভায় আসি রহিল আসীন।
    এইরূপে মুরা নাপিতানীর নন্দন,
করিল বিরাট এক সাম্রাজ্য গঠন।
মাতৃনামে স্ববংশের 'মৌর্য্য' নাম দিল,
বিংশতি-বৎসর ধরি' রাজ্য চালাইল।
    কালক্রমে চন্দ্রগুপ্ত ছাড়িলে সংসার
বিন্দুসার পুত্র তাঁ'র নিল রাজ্যভার।
আটাইশ বর্ষ বসি' করিল শাসন ;
তৎপরে অশোক তাঁ'র মধ্যম নন্দন,
মন্ত্রীর সাহায্যে হ'ল রাজ্যের ঈশ্বর,
লইল কলিঙ্গ করি' ভীষণ সমর।

---

* ইনি আটবৎসর চন্দ্রগুপ্তের সভায় বাস করেন। ইঁহার লিখিত বিবরণ পাঠে জানা যায় সেকালে ভারতবাসীরা সাহসী, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র ও সমরপটু ছিল। তাহাদের মধ্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা, মদ্য চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর দোষের কথা প্রায়ই শুনা যাইত না। পুরুষেরা মিতাচারী, শ্রমশীল, সরলস্বভাব ও দয়াপরায়ণ এবং নারীগণ সতীকুলের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন।

কলিঙ্গের জয়কালে অশোকের মন,
যুদ্ধের নিষ্ঠুর দৃশ্য করি' দরশন,
বিষণ্ণ হইল,— আর যুদ্ধ করিব না,
করিব প্রজার হিত'— করিল বাসনা।
ভাগ্যক্রমে সিদ্ধ তা'র হ'ল মনস্কাম,
আসি' এক বৌদ্ধসাধু উপগুপ্ত নাম,
বৌদ্ধধর্ম্ম, নীতি-কথা শিক্ষা তা'রে দিল,
নূতন মানুষ রূপে গঠিয়ে তুলিল

অশোক বুদ্ধের ধর্ম্ম করিয়া স্বীকার,
ছাড়িল পূর্ব্বের যত অশিষ্ট আচার
হইল পরম শিষ্ট, ধর্ম্মনিষ্ঠ অতি,
সাধিল বিস্তর বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি।
করিতে সর্ব্বত্র সেই ধর্ম্মের চলন,
পাঠাইল দেশে দেশে প্রচারকগণ
সিংহল, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া আর
পূর্ব্ব-উপদ্বীপে ধর্ম্ম করিল প্রচার।
তাহার আজ্ঞায় তা'র মহেন্দ্র নন্দন,
সঙ্ঘমিত্রা কন্যা করি' সিংহলে গমন,
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'—প্রচার করিয়া
ছাইল সকল স্থল বৌদ্ধধর্ম্ম দিয়া

প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অশোক আপন
প্রজা'র মঙ্গলের কর্ম্মে দিল মন।
কাটাইল শত শত কূপ, সরোবর,
দিল কত পান্থশালা, পথ পরিসর
পথিকের পথশ্রান্তি নাশিবার আশে,
রোপিল বৃক্ষের সারি পথের দু'পাশে।
পীড়িত পশুর, নর নারীর কারণ,
বসাইল চিকিৎসার গৃহ অগণন
পাথরের থামে হিতকথা কোদাইয়া,
রাজ্যমাঝে বহুস্থানে দিল বসাইয়া
গঠিল মন্দির, মঠ, স্তূপ অগণন,
করিল অনেক বিদ্যামন্দির স্থাপন।

অশোক ধার্ম্মিক ছিল, সন্ন্যাসীর মত
গেরুয়া বসন পরি' থাকিত সতত
মাছ-মাংস না খাইত, রাজভোগ ছাড়ি'
ভিক্ষা করি' বেড়াইত প্রজাদের বাড়ী
সব লোক হয় যা'তে ধার্ম্মিক সুজন,
না করে ধর্ম্মের নিন্দা, প্রাণীর হিংসন,
সুখী হয় সবে, লভে হিত উপকার,
প্রাণপণে সদা যত্ন করিত তাহার।

চালাইত রাজকাজ শ্রমে, সুশাসনে,
না পীড়িত অন্যধর্ম্ম অবলম্বী জনে
এই হেতু সুবিশাল সাম্রাজ্যে তাহার
না ছিল অশান্তি, সুখ ছিল সবাকার
অশোকের শীলালিপি, স্তূপ, স্তম্ভ সব,
অদ্যাপি ভারতে তা'র ঘোষিছে গৌরব।

বিক্রমাদিত্য—কালিদাস

অশোকের পরে তা'র বংশধরগণ
পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য করিল শাসন
তারপর সুঙ্গ, কণ্ব, অন্ধ্র, গুপ্তদল
পর পর চারি রাজ্য স্থাপিল প্রবল।
গুপ্ত রাজাদের কালে হুন অভিধান,
মধ্য এসিয়ার এক জাতি বলীয়ান
প্রবেশি' ভারতে আরম্ভিল অত্যাচার,
নিল কেড়ে মালবাদি রাজ্য কত আর।
দেখি হুনতেজ হ'য়ে ক্রোধযুক্ত অতি,
যশোধর্ম্মদেব নামা সামন্ত ভূপতি

গুপ্তরাজ বালাদিত্য সঙ্গে যোগ দিয়া,
দমি' হূনদলে নিল মালব কাড়িয়া
তৎপর কাহোরে করি' ভীষণ আহব
ভেঙ্গে দিল হূনরাজ্য, ভুজবীর্য্য সব
'শকারি বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধরিল,
মালবে স্বাধীন এক সাম্রাজ্য স্থাপিল
উজ্জয়িনী রাজধানী হইল তাহার
'অবন্তী' বা 'অবন্তিকা' নামান্তর যা'র ।

বাহুবলে, দয়াধর্ম্মে, বুদ্ধি বিজ্ঞতায়
ছিল রাজা যশোধর্ম্ম আদর্শ ধরায়
থাকিলেও বহুধন, ঐশ্বর্য্য অপার,
কভু না উঠিত মনে অহঙ্কার তা'র ।
বিলাসে না হ'ত মত্ত, ব্যসনে মগন,
বিনা আড়ম্বরে কাল করিত যাপন
বিদ্যার উৎসাহ দানে, গুণের আদরে,
না ছিল দ্বিতীয় তা'র ভারত ভিতরে ।
'নবরত্ন' নামে খ্যাত পণ্ডিত ন' জন,
করিত সতত তা'র সভা সুশোভন
তন্মধ্যে সবার বড় কবি কালিদাস,
কীর্ত্তি-কথা যা'র সর্ব্ব জগতে প্রকাশ ।

কালিদাস মূর্খ ছিল প্রথম বয়সে,
করিত কুকার্য্য কত মূর্খতার বশে
রাজকন্যা বিদ্যোত্তমা গুণবতী অতি,
বিয়ে হয় তা'র সঙ্গে দৈবের নিয়তি
বাসরে বিবাহ-রাত্রে, 'কি ডাকে ?' বলিয়া
যবে কহে কন্যা, উষ্ট্রে ডাকিতে শুনিয়া।
বিদ্যা দেখাইতে তা'রে কিন্তু মূর্খবর
'উষ্ট্র' স্থলে 'উট্রো' বলি' দিল প্রত্যুত্তর
ক্ষোভে অভিমানে কন্যা জ্ঞান হারাইয়া,
করিল ভৎর্সনা মূর্খ, অজ্ঞান বলিয়া
মহাকষ্ট পেয়ে মনে কালিদাস তা'য়
বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখিল ত্বরায়
হইল পণ্ডিত, বহু গ্রন্থ বিরচিল,
বাণীবরপুত্র বলি' প্রতিষ্ঠা লভিল।
কালিদাস লিখিল যে গ্রন্থ আটখান
'অভিজ্ঞান শকুন্তল' তাহার প্রধান
সেরূপ সুন্দর গ্রন্থ মধুর, সরল
জগতে দ্বিতীয় নাই, ভারতে বিরল

হর্ষবর্দ্ধন।

বিক্রমের পরে তা'র রাজ্যের গৌরব,
দেখিতে দেখিতে গেল লুপ্ত হ'য়ে সব
হ'ল থানেশ্বর রাজ্য গরীয়ান অতি,
রাজে তথা প্রভাকরবর্দ্ধন নৃপতি,
'মহারাজ' নাম ধরি' সম্মান লভিল;
দুই পুত্র, কন্যা এক তাহার জন্মিল
জ্যেষ্ঠপুত্র, নাম রাজ্যবর্দ্ধন যাহার,
রাজা হ'লে, মালবের রাজা দুরাচার
যুদ্ধ করি' তা'র ভগ্নীপতিরে মারিয়া,
ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে নিল বন্দিনী করিয়া,
শুনি' সে সংবাদ রাজ্যবর্দ্ধন রাগে,
সদলে মালবে গিয়ে তাহারে দমল।
নারিল করিতে কিন্তু ভগ্নীর উদ্ধার,
শশাঙ্ক বঙ্গের রাজা প্রাণ নিল তা'র
ছোট ভাই তা'র হর্ষবর্দ্ধন তখন
লইল ভ্রাতার রাজ্য, রাজ-সিংহাসন।
বাহিরিল ভগিনীর উদ্ধার লাগিয়া,
এদিকে রাজ্যশ্রী তাঁর সুযোগ পাইয়া,

পলাইয়া বিন্ধ্যাচলে গিয়ে উত্তরিল,
বিষাদে ছাড়িতে প্রাণ চিতা সাজাইল।
দৈবযোগে হর্ষ পেয়ে সেই সমাচার,
গিয়ে তথা, রাজ্যশ্রীর করিল উদ্ধার
রাজ্যশ্রী সন্ন্যাস নিল, দেশে না ফিরিল,
স্বামি রাজ্য কান্যকুব্জ ভ্রাতায় সঁপিল
কান্যকুব্জে রাজধানী করি' তারপর,
শাসিতে শশাঙ্কে হর্ষ হ'ল অগ্রসর
পনের বৎসর করি' চেষ্টা প্রাণপণ
লইল বাঙ্গালা, তা'র হইলে মরণ
দিগ্বিজয়ে দিয়ে মন রাজ্য বাড়াইল,
ক্রমে সব আর্য্যাবর্ত্তে প্রাধান্য স্থাপিল
দক্ষিণে প্রবল রাজা ছিল সত্যাশ্রয়,
তা'র ঠাঁই শুধু তা'র হ'ল পরাজয়
ছিল রাজা হর্ষ, যশোধর্ম্মের সমান,
মহাবলীয়ান বীর, ধার্ম্মিক, বিদ্বান
অশোকের মত ছিল বৌদ্ধ নিষ্ঠাপর,
স্বধর্ম্মের হিতে যত্ন পাইত বিস্তর
বুদ্ধের সম্মান-হেতু, প্রয়াগ নগরে
বসাইত মেলা, পাঁচ বৎসর অন্তরে।

বুদ্ধ, সূর্য্য, শিবপূজা, উৎসব লইয়া,
থাকিত আড়াই মাস আনন্দে মাতিয়া।
দান ক'রে তথা যথা সর্ব্বস্ব আপন,
ছিন্নবস্ত্র পরি' গৃহে করিত গমন।
হিন্দু বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে নিজ প্রজাগণে
সন্তান সমান স্নেহে পালিত যতনে
বাণভট্ট নামে এক বিজ্ঞ গ্রন্থকার
করিত বসতি আসি' সভায় তাহার
হর্ষের শাসন কালে, চীনদেশ হ'তে
প্রসিদ্ধ হুয়েন সাঙ্ * আসেন ভারতে।

মুসল্মান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অবস্থা।

মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে এই দেশ,
বহু খণ্ডরাজ্যে ছিল বিভক্ত বিশেষ।

---

* চীনদেশীয় বৌদ্ধ-পর্য্যটক। ইনি বৌদ্ধতীর্থ সমূহ দর্শন করিতে এদেশে আগমন করেন।

তন্মধ্যে কনোজ, দিল্লী, মালব, মিবার,
গুর্জ্জর প্রভৃতি ছিল গরীষ্ঠ সবার।
হিন্দু রাজপুতজাতি সমরে প্রবল
শাসিত সতেজে সেই রাজত্বসকল।
গুর্জ্জরে 'বাঘেলা' আর মালবে 'প্রমার'
মিবারে 'গিহ্লোট' জাতি স্থাপি' অধিকার—
বার বার যুদ্ধ করি' বিক্রমের ভরে,
পাঠানের আক্রমণ প্রতিহত করে
নির্ভীক গিহ্লোট জাতি সাহসী সবার
করে নাই কভু কারো বশ্যতা স্বীকার
পরাভব হ'তে মানি' মৃত্যু গরীয়ান,
প্রাণপণে যুদ্ধ করি' ছাড়িয়াছে প্রাণ
রমণীরা শিশু-পুত্র, কন্যায় লইয়া,
জলন্ত আগুণে প্রাণ দিয়াছে সঁপিয়া
মালবে প্রমার-কুলে ভোজ নৃপবর
নিজগুণে পান মান, সুনাম বিস্তর
পণ্ডিতের সমাদরে, বীরত্বে, বিদ্যায়,
যশোধর্ম্ম সম হন বিখ্যাত ধরায়।
সেই কালে দক্ষিণেও হিন্দু রাজগণ
বহু ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে করিত শাসন

কর্ণাটকে রাজা ছিল 'কাকাতেয়' দল,
'বল্লালেরা' ছিল দ্বারসমুদ্রে প্রবল
মহারাষ্ট্রে 'যাদবেরা' শাসিত বসিয়া,
উড়িষ্যায় 'গঙ্গাবংশ' প্রভুত্ব স্থাপিয়া,
করিত রাজত্ব হ'য়ে গুণে গরীয়ান,
পুরীর মন্দির, মঠ যা'দের নির্ম্মাণ।
এইরূপে ভারতের নৃপতি নিকর
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র রাজ্যে থাকি' ভিন্ন পরস্পর,
বাদ, বিসংবাদে ক্রমে হইল মগন,
সেই অবসরে এসে মুসলমানগণ,
সেইসব দ্বন্দ্বপর রাজ্য দমিয়া,
একে একে যত রাজা লইল জিনিয়া।

বঙ্গদেশ—আদিশূর, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন।

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ, রাজ্য মনোহর,
ধন-ধান্যে খ্যাতি যা'র ব্যাপ্ত দিগন্তর
কালক্রমে তথা হ'য়ে রাজা আদিশূর,
সাধিল শ্রীবৃদ্ধি হিন্দুধর্ম্মের প্রচুর

দূর কান্যকুব্জ হ'তে যজ্ঞ ব্যপদেশে
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আনি' বসাইল দেশে *
অনন্তর বঙ্গে পালরাজারা আসিয়া,
নিল কিছু রাজ্য করতলস্থ করিয়া
'গৌড়েশ্বর' নাম ধরি' করিল শাসন
তৎপরে সামন্তসেন বীর একজন
কর্ণাট হইতে এসে বঙ্গে প্রবেশিল,
রাজা হ'য়ে তথা সেনরাজত্ব স্থাপিল
বিখ্যাত বল্লালসেন প্রপৌত্র তাহার
বাড়াইল বহুদূর বঙ্গের বিস্তার
পালরাজগণে দূরে তাড়াইয়া দিয়া,
মিথিলা পর্য্যন্ত রাজ্য লইল জিনিয়া
পাঁচভাগ করি' বঙ্গ নিয়মে শাসিল,
কৌলীন্যের প্রথা দেশে চালাইয়ে দিল
ঢাকায় সুবর্ণগ্রাম, রামপাল আর
বঙ্গে নবদ্বীপ ছিল রাজধানী তা'র

---

* কান্যকুব্জ হইতে,—ভট্ট নারায়ণ দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ নামক পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং দশরথ বসু মকরন্দ ঘোষ কালিদাস মিত্র পুরুষোত্তম দত্ত ও বিরাট গুহ নামক পাঁচজন কায়স্থ এদেশে আগমন করেন বঙ্গের সমস্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থগণ এই দশজন ব্রাহ্মণ, কায়স্থের বংশধর

মুসলমান শাসন কালের কথা ॥

মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ-জয়

মহম্মদ

আরবের মাঝে মক্কা সুন্দর নগর,
পবিত্রতাগুণে যা'র প্রতিষ্ঠা বিস্তর।
পাঁচশ' সত্তরে সেই নগর ভিতরে
আব্দুলা ঔরসে আর আমীনা উদরে,
অবতরি' মহম্মদ সর্ব্বগুণধাম,
প্রচারিল নবধর্ম্ম 'ইস্‌লাম' নাম
জানাইল সবে—'এক ঈশ্বর কেবল,
জীবের পরমপূজ্য, মুক্তির সম্বল
কলহ, চাতুরী, চুরি, মদিরা-সেবন,
নরহত্যা আদি সব পাপের কারণ '
ছিল অতি কদাচারী মক্কাবাসী সব,
পূজিত পুতুল, পান করিত আসব।
বুঝিত না ধর্ম্মকথা, একেশ্বরবাদ,
বাদ, বিসংবাদ সদা সাধিত প্রমাদ।

বল্লালের পরে আররাজাতিনজন
যথাক্রমে ল'য়ে রাজ্য করিল শাসন
তৎপরে লক্ষ্মণসেন শেষ-সেনরাজ,
জন্মিয়াই নরপতি হ'ল বঙ্গমাঝ
একক্রমে আশীবর্ষ বসিয়া শাসিল,
বক্তিয়ার এসে শেষে রাজ্য কেড়ে নিল
বল্লাল প্রভৃতি সেন নৃপতি নিচয়
জ্ঞানী, গুণী, বিদ্যোৎসাহী ছিল অতিশয়
বল্লাল সংস্কৃতে 'দান-সাগর' রচিয়া,
গিয়াছেন নিজনাম বিখ্যাত করিয়া।
লক্ষ্মণ করিত বড় গুণের আদর,
রাখিত পণ্ডিতে নিজ সভার ভিতর
জয়দেব নামে কবি খ্যাতিমান অতি,
করিত সতত তাঁ'র নিকটে বসতি
সুললিত কাব্য 'গীত গোবিন্দ' তাহার
করিয়াছে দেশে বহু প্রতিষ্ঠা বিস্তার

এখন সহসা শুনি' কথা ভিন্নরূপ,
আরম্ভিল মহম্মদে করিতে বিদ্রূপ
ক্রুদ্ধ হ'য়ে শেষে তা'রে করিতে সংহার,
নিশায় আসিয়ে গৃহ ঘেরিল তাহার।
শিষ্যমুখে মহম্মদ শুনি' সবিশেষ,
মদিনায় গিয়ে শেষে করিল প্রবেশ
লাগিল করিতে তথা স্বমত প্রচার,
ক্রমে তাহে আসি' সব বাসী মদিনার
পরিহরি' কুলগত কদাচার যত,
লইল শিষ্যত্ব তা'র হ'য়ে অনুগত
তারপর মহম্মদ মদিনা ছাড়িয়া,
আসিল আবাসে পুনঃ সেনা কত নিয়া।
জয় করি' মক্কা, তথা হ'ল অধীশ্বর,
মুসল্মান দিয়ে সব ছাইল নগর
এরূপে আরবে করি' স্বমত স্থাপন,
বৃদ্ধ হয়ে মহম্মদ ছাড়িল জীবন

মহম্মদ বিন্ কাসিম

ম'লে মহম্মদ, আবুবেকর, ওমর,
ওসমান, আলী আদি শিষ্যগণ তাঁ'র
রাজা হ'য়ে যথাক্রমে প্রাধান্য পাইল,
'খলিফা' উপাধি ধরি' রাজ্য চালাইল
প্রথমে খলিফাগণ, মদিনা ভিতরে,
পরে দামাস্কাসে, শেষে বোগদাদ নগরে
বাস করি' বাড়াইল বিক্রম বিস্তর,
নিল জিনে কতদেশ, প্রদেশ নগর।
চারিদিকে মুসলমান-রাজত্ব স্থাপিল,
মিসরে, পারস্যে, স্পেনে ক্রমে তা' ব্যাপিল
কতদিনে পারস্যের মহম্মদ বিন্
কাসিম নামেতে এক সমর প্রবীণ
মুসলমান সেনাপতি সাজি' সানুচরে,
প্রবেশিল বীরদর্পে ভারত-ভিতরে
সিন্ধুতে দাহির নামে হিন্দুরাজা ছিল,
আলোরে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল
মরিল দাহিরবীর যুঝি' প্রাণপণ,
মহিষী আগুনে পড়ি' ছাড়িল জীবন

বীর আর ছিল যা'রা যুঝিয়ে মরিল,
অবহেলে মহম্মদ সিন্ধু জিনে নিল

সবুক্তগীন।

কালক্রমে খলিফারা হ'লে শক্তিহীন,
খলিফীয় রাজ্য হ'তে সম্পূর্ণ স্বাধীন
হ'ল কত ছোট বড় রাজ্যের উদ্ভব,
তন্মধ্যে গজনী খুব লভিল গৌরব
সাহসী সবুক্তগীন কত দিন পরে
রাজপদ পেয়ে সেই গজনী নগরে,
ভুজবলে বাড়াইলে নিজ অধিকার
লাহোরের রাজা বীর জয়পাল, তা'র
শক্তি দেখে ভীত হ'য়ে পেশোয়ার দিয়ে,
গজনীতে গিয়ে দিল যুদ্ধ বাধাইয়ে
দৈববশে কিন্তু নিজে পরাস্ত হইল,
সন্ধি করি' সঙ্গে তা'র ভারতে ফিরিল
দেশে এসে জয়পাল মানি' অপমান
পালিতে সন্ধির সর্ত্ত অস্বীকার পান

বাগিস সবুক্তগীন সেকথা শুনিয়,
আসিল পঞ্জাবে সেনা, সামন্ত লইয়া,
লাঘ্মানে লাহোররাজে বিমুখিল রণে,
পেশোয়ার জয় করি' ফিরিল ভবনে

সুলতান মামুদ

সময়ে সবুক্তগীন মুদিলে নয়ন,
মামুদ হইল রাজা তাহার নন্দন
সুলতান নাম ধরি' প্রসিদ্ধি লভিল,
বহুসেনা ল'য়ে এসে পঞ্জাবে পশিল
পিতৃশত্রু জয়পালে সম্মুখে পাইয়া,
ঘোরতর যুদ্ধ করি' দিল হারাইয়া
বন্দীভাবে ল'য়ে তা'রে গৃহে উত্তরিল,
ভয় পেয়ে জয়পাল বশ্যতা মানিল।
জীবনের বিনিময়ে দু'লক্ষ মোহর,
দেড়শত হাতী দিয়ে ফিরে এলো ঘর
মৃতপ্রায় হ'য়ে কিন্তু ক্ষোভে, অপমানে,
কুমার অনঙ্গপালে শাস্ত্রের বিধানে

রাজা করি' লাহোরের রাজগদি দিয়া,
জ্বলন্ত অনলে পড়ি' মরিল পুড়িয়া
    জয় করি' জয়পালে মামুদ আবার
আসিল ভারতে ছাড়ি' রাজ্য আপনার।
নৃপতি অনঙ্গপাল সাহসী অতুল,
সাজি' রণসাজে, ল'য়ে বাহিনী বিপুল,
ভাটিণ্ডার মাঠে গিয়ে পথ আগুলিল,
বহু রাজা এসে তা'র সঙ্গে যোগ দিল
গায়ের গহনা বেচি' হিন্দু নারীগণ,
যুদ্ধের খরচ তা'র করিল প্রেরণ
ভাগ্যদোষে কিন্তু রণে ব্যর্থ হ'ল সব,
হারিল অনঙ্গপাল, ঘুচিল গৌরব।
মামুদ বিজয়ী হ'য়ে প্রতিষ্ঠা পাইল,
লুটিয়ে নগরাকোট স্বদেশে ফিরিল
    বহুবার এইরূপে বিজয়ী হইয়া,
ঢুকিল মামুদ শেষ ভারতে আসিয়া
বৈরি আজমীররাজে হটাইয়ে দিল,
লুটি' তা'র রাজ্য, ছুটি' গুজরাটে গেল
'সোমনাথ' শিবলিঙ্গ আছিল তথায়,
সহস্র মন্দির তা'র ঘেরিল সেনায়

রাখিতে দেবের মান, ধর্ম্মের গৌরব,
যুঝিল জীবনপণে হিন্দুবীর সব
বিক্রমে মামুদ কিন্তু বিমুখি' সবায়,
দণ্ডাঘাতে সোমনাথে চূর্ণিল হেলায়
লুটিল তাহার গর্ভে ছিল যত ধন,
চন্দন-কপাট ল'য়ে করিল গমন
মামুদ কেবল ছিল লুণ্ঠন-তৎপর,
ভাঙ্গিত মন্দির, মূর্ত্তি, লুটিত নগর।
এইহেতু বারবার করি' কত রণ
পারে নাই রাজ্য কোনো করিতে স্থাপন।

মহম্মদ ঘোরী।



মামুদ মরিলে, তাঁ'র পুত্র, পৌত্রগণ,
শতাধিক বর্ষ বসি' করিল শাসন
তৎপরে ঘোরের রাজা গজনী লইয়া,
করিল রাজত্ব ছয় বৎসর ধরিয়া।

গেয়াসউদ্দীন নামা ভাইপো তাহার
হইল নৃপতি পরে সঁপে রাজ্যভার
নিজভ্রাতা মহম্মদ ঘোরীরে আনিয়া,
করিয়া সেনানী রণে দিল পাঠাইয়া
প্রবেশি' পঞ্জাবে ঘোরী মহম্মদ তা'য়,
লাহোর করিয়া জয় রহিল তথায়।

এইকালে পৃথ্বীরাজ রাজপুত বীর
করিত রাজত্ব ল'য়ে দিল্লী, আজমীর।

কান্যকুব্জে জয়চন্দ্র ছিল অধীশ্বর
পৃথ্বীর ঐশ্বর্য্য দেখি' হ'ল হিংসাপর
কারতে তাহারে ছোট, আপনার বল
বাড়াইতে, বড় এক করিল কৌশল।
রাজসূয় সম এক যজ্ঞ আরম্ভিল,
আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে যত হিন্দুরাজা ছিল,
ভৃত্য-যোগ্য কার্য্যে করি' নিযুক্ত সবায়,
ডাকিল কনোজে নিজ যজ্ঞের সভায়
সঙ্গে সঙ্গে এই কথা করিল প্রচার,—
'যজ্ঞান্তে সুন্দরী কন্যা সংযুক্তা আমার,
করিবে স্বেচ্ছায় স্বীয় স্বামি-নির্ব্বাচন'—
শুনি' সে সংবাদ সুখী নরপতিগণ,
নারীরত্ন সংযুক্তার লাভের আশায়,
আসিল কনোজে জয়চন্দ্রের সভায়।
লইল স্বহস্তে যত নীচ কার্য্য তা'র,
সম্রাট বলিয়ে তা'রে করিল স্বীকার।
শুধু রাজা পৃথ্বীরাজ রহিল বিরূপ,
না করিল কার্য্য তা'র আজ্ঞা-অনুরূপ
মানি' অপমান মনে জয়চন্দ্র তা'য়
পৃথ্বীর বিকৃত মূর্ত্তি গড়িয়া সোনায়,

দ্বারবান রূপে আনি' দ্বারে বসাইল,
মহাসমারোহ সহ যজ্ঞ সমাপিল।
তৎপর কন্যা তা'র সংযুক্তা সুন্দরী
পূর্ব্বের ব্যবস্থামত বরমালা ধরি'
নির্ব্বাচিতে মনোমত পতি আপনার,
আসিল সভার মাঝে সম্মুখে সবার।
পূর্ব্ব হ'তে পিতৃশত্রু পৃথ্বীর উপর
ছিল মনে মনে তা'র মমত্ব বিস্তর
এখন দুয়ারে হেরি' মুরতি তাহার
অর্পিল গলায় তা'র মালা আপনার
নিকটে গোপনভাবে ছিল পৃথ্বীরাজ,
ঢুকিল সহসা আসি' রাজসভা মাঝ,
নিল সংযুক্তায় নিজ অশ্বে উঠাইয়া,
চক্ষের নিমিষে গেল অদৃশ্য হইয়া
পৃথ্বীর কৌশলে ক্রুদ্ধ কনোজ-ঈশ্বর
প্রতিফল দিতে তা'রে হ'ল অগ্রসর।
না হ'য়ে সমর্থ তা'হে কিন্তু কোনো মতে
গোপনে ঘোরীরে ত্বরা ডাকিল ভারতে
লাহোরে আছিল ঘোরী সুযোগ চাহিয়া,
শাস্তি দিতে পৃথ্বীরাজে আসিল ছুটিয়া

তিরৌরী নিকটে স্থান নারায়ণ নাম,
বাধাইয়া দিল তথা বিষম সংগ্রাম
হইল আহত কিন্তু যুঝি' প্রাণপণ,
প্রাণ ল'য়ে পলাইয়ে করিল গমন
হেরে রণে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে মহম্মদ ঘোরী,
লক্ষাধিক অশ্বারোহী সেনা সঙ্গে করি'
পুনঃ এসে নারায়ণে দরশন দিল.
কৌশলে পৃথ্বীরে তথা ধরিয়ে বধিল।
জয় করি' নিল দিল্লী, আজমীর আর
মহানন্দে গেল ফিরে দেশে আপনার।
স্বামি-শোকে সতীরাণী সংযুক্তা তখন
জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ দিল বিসর্জন
একবর্ষ মাত্র ঘোরী স্বদেশে থাকিয়া,
ঢুকিল ভারতে পুনঃ সেনা কত নিয়া
চন্দাবরে দিল গিয়ে বাধাইয়ে রণ,
দুষ্ট জয়চন্দ্রে তথা করিল দমন।
আত্ম কলহের যোগ্য ফল তা'রে দিল,
কাশী আদি জয় করি' রাজ্য বাড়াইল

বক্তিয়ার খিলিজী—বঙ্গ-বিজয়।

ঘোরীর রাজ্যের ক্রমে বাড়িলে প্রসার
কুতুবউদ্দীন হ'ল প্রতিনিধি তা'র
ক্রমে বদায়ুন আদি অধীনে আনিল,
সেনাপতি বক্তিয়ারে বঙ্গে পাঠাইল।
দেখিতে কুৎসিৎ বড় ছিল বক্তিয়ার,
হাত ছিল দীর্ঘ তা'র, দেহ খর্ব্বাকার
কিন্তু তা'র ছিল খুব সাহস, শকতি,
সেই গুণে কুতুবের হ'ল সেনাপতি
বহু যুদ্ধে যোগ্যতার পরিচয় দিল,
করিতে বাঙ্গালা জয় সাজিয়ে আসিল।
প্রথমে বিহাররাজ্য করি' অধিকার,
লুকায়ে রাখিল সেনা বনের মাঝার।
তৎপরে সতের জন অশ্বারোহী নিয়া,
রাজধানী নবদ্বীপে ঢুকিল আসিয়া।
সহসা বণিকবেশে রাজার দুয়ারে
যাইয়ে, ফেলিল কাটি' প্রহরী সবারে।
নৃপতি লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ, হীনবল,
শুনি' সবিশেষ হ'য়ে আতঙ্কে বিহ্বল,

অন্দরের দ্বার দিয়ে, নৌকায় চড়িয়ে,
সুদূর সুবর্ণগ্রামে গেল পলাইয়ে
বিনা যুদ্ধে বক্তিয়ার বাঙ্গালা লইল,
পাঠানের জয়ধ্বজা তথা উড়াইল
বঙ্গ-বিজয়ের কথা কুতুব শুনিয়া,
বহুমানে বক্তিয়ারে তুষিল আনিয়া
হিংসাযুক্ত হ'য়ে তা'য় তা'র শক্রগণ,
করিল চক্রান্ত তা'র বিনাশ-কারণ
কৌশলে কুতুবে দিয়ে, হস্তীর সহিত
করিল তাহারে ঘোর যুদ্ধে নিয়োজিত
শঙ্কিত না হ'য়ে বীর বক্তিয়া'র তা'য়,
কুঠারে করীর শুণ্ড খণ্ডিল হেলায়
তুষ্ট হ'ল সব লোক শক্তি দেখি' তা'র,
চাঁদা তুলি' বহুধন দিল উপহার
উচ্চমনা বক্তিয়ার, নিজে না লইয়া
দীনজনে সব ধন দিল বিলাইয়া।
অতঃপর বক্তিয়ার কুতুব আজ্ঞায়,
আসিল আসামে তা'র জয়ের আশায়
না হ'ল সমর্থ তাহে যুঝি' প্রাণপণ,
দেবকোটে গিয়ে শেষে মুদিল নয়ন

পাঠান রাজগণ।



কুতুবউদ্দীন।

কাল ক্রমে ঘোররাজ ত্যজিলে জীবন
ঘোরে রাজপদ ঘোরী করিল গ্রহণ।
চারিবর্ষ থাকি' তথা নিরত শাসনে
পশ্চিম পঞ্জাবে এসে বিদ্রোহ-দমনে
গাক্কর হস্তে কিন্তু সহসা তথায়
মরিয়া পাইল লোপ ঘোরী-বংশ তা'য়।
ঘোরীর হইলে কাল কুতুবউদ্দীন,
ভারত শাসিতেছিল হইল স্বাধীন

স্থাপিল পাঠান-বংশ দিল্লীতে যাইয়া,
আরম্ভিল রাজ্য তথা সম্রাট হইয়া
প্রথমে কুতুব ছিল ঘোরীর চাকর,
তাই তা'র বংশ এই ভারত ভিতর
'দাসরাজবংশ' বলি বিখ্যাত হইল,
চুরাশী বৎসর ধরি' রাজ্য চালাইল
তেজস্বিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দানশীলতায়,
রাখিল কুতুব খুব খ্যাতি এ ধরায়।
দিল্লীর বিশাল স্তম্ভ 'কুতুব-মিনার',
অদ্যাপি করিছে তা'র কীর্ত্তি পরচার

নাসিরউদ্দীন

মরিলে কুতুব, তা'র নয় বংশধর
বসিয়ে দিল্লীতে করে রাজ্য পর পর
তন্মধ্যে নাসির নামে সম্রাট প্রবীণ,
বিংশবর্ষ সিংহাসনে ছিল সমাসীন।
নিয়মে করিত রাজ্য, প্রজার পালন,
শাসনে তাহার সুখী ছিল প্রজাগণ

সম্রাট নাসির ছিল শান্ত, শিষ্ট অতি,
সাধিত দেশের হিত ধর্ম্মে রাখি' মতি
রাজকোষ হ'তে নিজ ব্যয়ের কারণ,
একটাও টাকা নাহি করিত গ্রহণ
পুস্তক নকল করি' যা' কিছু পাইত,
তাহাতেই সংসারের ব্যয় চালাইত।
এক রাণী ছিল তা'র, তা'কেই আবার
করিতে হইত যত গৃহকর্ম্ম তা'র
একদিন সেই রাণী, রন্ধন-সময়
পোড়াইলে হাত, পেয়ে ক্লেশ অতিশয়,
আসি' তা'র ঠাঁই, নিজ সহায়তা তরে
দাসী এক রাখিবার অনুরোধ করে
শুনি অনুরোধ হাসি' নাসির তখন
কহিল রাণীরে,— 'রাজকোষে যত ধন,
সমস্ত প্রজার, আমি রক্ষক তাহার,
বৃথা তা'র ব্যয়ে মোর নাহি অধিকার।'
নাসির বিনয়গুণে ছিল গরীয়ান
সমভাবে সভাকার রাখিত সম্মান
একবার একখানি গ্রন্থ বিচরিয়া,
নিজ এক সভাসদে দেখায় আনিয়া

বই পড়ি' সভাসদ ভুল দেখাইল,
শোধন করিয়া দিতে সম্রাটে কহিল
না করি' দ্বিরুক্তি শিষ্ট নাসির তখন
কাটিয়ে করিল সেই ভ্রম সংশোধন
সভাসদ গেলে চলি' পুনঃ তা' কাটিয়া
যা' ছিল প্রথমে তাই রাখিল লিখিয়া
জিজ্ঞাসিলে হেতু তার বন্ধু একজন,
কহিল নাসির,—'এই ভ্রম-সংশোধন
ঠিক নহে, কিন্তু তাহা সম্মুখে সবার
বলিলে হৃদয়ে ব্যথা লাগিত তাহার।
তাই তা'র সংশোধন স্বীকার করিয়া,
ঠিক যাহা পুনঃ তাহা দিলাম রাখিয়া'

আলাউদ্দীন



সময়ে হইলে দাস বংশের বিনাশ,
খিলিজী পাঠান-বংশ রাজ্যেশ্বর হয় ।
জালালউদ্দীন তার প্রথম সম্রাট,
পাঠান বয়সে এসে নিল রাজপাট
ছিল তাঁর এক, আলাউদ্দীন বলিয়া,
যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র, তারে যতনে আনিয়া,
জামাই করিল, দিল উপরে তাহার
কত নাম প্রদেশের শাসনের ভার ।
উচ্চপদ পেয়ে আশা আরো উচ্চাশায়
সঙ্গে লয়ে যায় আট হাজার যোদ্ধায়,

গিরি নদী অতিক্রমি' দক্ষিণে ঢুকিল,
বেড়ি' দেবগিরি ঘোর যুদ্ধ বাধাইল।
রাজপুত নরপতি রামদেব তা'য়,
ভীত হ'য়ে সন্ধি ক'রে তুষিল আলায়।
সন্ধিতে ইলিচপুর অর্থ বহু তার
পাইয়ে ফিরিল আলা গৃহে আপনার।
কৌশলে পিতৃব্যে বধি' নিল সিংহাসন,
হইতে সবার প্রভু করিল মনন।
গুজরাটে কর্ণদেব হিন্দুরাজা ছিল,
প্রথমেই আলা তা'র রাজ্য কেড়ে নিল।
ভয়ে পলাইল রাজা মহারাষ্ট্রে গিয়া,
করিল বিবাহ আলা রাণীরে আনিয়া।
রাজার কুমারী-কন্যা দেবলদেবীরে,
আনিয়ে সঁপিল নিজ তনয় খিজিরে।
তৎপরে মালব ল'য়ে মিবারে ঢুকিল,
বেড়িয়া চিতোর গড় যুদ্ধ আরম্ভিল।
ছয় মাস বার বার রাজপুত দল,
বাধা দিয়ে বৈরিগণে হ'ল হীনবল।
না র'ল শকতি আর নগর রক্ষায়,
পদ্মিনী চিতোর-রাণী ভাবি' নিরুপায়—

সঙ্গে ল'য়ে আপনার সহচরীগণ
প্রবেশি অনলে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।
পুরুষের আচম্বিতে খুলি' দুর্গদ্বার
পড়িল সতেজে গিয়ে শত্রুর মাঝার
যুদ্ধ করি' একে একে জীবন ছাড়িল,
শূন্যগড় শুধু আলা আসিয়ে আনিল।
সেনানী কাফুরে আলা দিয়ে তা'রপর
আরম্ভিল দাক্ষিণাত্যে ভীষণ সমর
বিমুখিল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুযোধগণে,
সমস্ত দক্ষিণ জিনি' রহিল শাসনে
থাকিলেও নানা দোষ আলার প্রবল
শাসনে তাহার সুখী ছিল প্রজাদল।
প্রজার উপরে কোনো মন্দ-ব্যবহার
না দিত করিতে কেহ প্রতাপে তাহার।
রাজ্যে তাহার সুরা না হ'ত বিক্রয়,
যে বেচিত, পাইত সে শাস্তি অতিশয়
কিন্তু প্রধানেরা তা'র দেখি' নানা দোষ,
পোষণ করিত মনে ঘোর অসন্তোষ।
তারি ফলে কাফুরের দত্ত বিষপান
করিয়ে, অকালে আলা ছাড়িল পরাণ

মহম্মদ তোগ্‌লক

আলাব হইলে কাল, রাজত্ব তাহার
দিন দিন ক্ষীন হ'য়ে গেল ছারেণার
তৎপরে তোগ্‌লক-কুলে বীর একজন
বধি' নিজ বাপে এসে নিল সিংহাসন।
জুনা খাঁ তাহার নাম, কিন্তু তা' ছাড়িয়া,
নিল মহম্মদ নাম সম্রাট হইয়া
নানাগুণ ছিল তা'র,—সাহসে, শিক্ষায়,
সমর-নৈপুণ্যে কেহ না আঁটিত তা'য়।
শুধু চিত্ত চঞ্চলতা দোষ তা'র ছিল,
সেই দোষে যতগুণ সব আবরিল।
রাজ্যনাশ, সর্ব্বনাশ ঘটাইল তা'র,
'ক্ষ্যাপা রাজা' নামে তা'রে করিল প্রচার

একদা পারস্য জয়ে, চপল সম্রাট
করিল সংগ্রহ বহু অশ্বারোহী ঠাট
চীন-অধিকারে পরে মনন করিয়,
লক্ষ সেনা আনি' তথা দিল পাঠাইয়া
বেতন না পেয়ে কিন্তু অশ্বারোহি-দল
লাগিল লুটিতে দেশ হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খল

মরিল দ্বিতীয় দল বিপাকে পড়িয়া,
একজনো তা'র নাহি আসিল ফিরিয়া
ব্যর্থ হ'ল পরিশ্রম, অর্থব্যয় সার,
ফুরাইল ভাণ্ডারের সব ধন তা'র
ক্ষুব্ধ হ'য়ে মহম্মদ অর্থের লাগিয়া,
করিয়া 'তামার নোট' দিল চালাইয়া
বুঝিয়ে সম্রাটে 'খামখেয়ালের দাস,'
না নিল সে নোট কেহ করিয়া বিশ্বাস।
ক্ষতির উপরে ক্ষতি বাড়িল দ্বিগুণ,
রাগিয়ে সম্রাট তা'য় হইল আগুন
না দেখ' উপায় আর অর্থাগম তরে,
চাপাইল করভার প্রজার উপরে
দরিদ্র কৃষক আদি প্রজারা তখন
ছাড়ি' ঘর-বাড়ী গিয়ে প্রবেশিল বন
দলে বলে বন বেড়' মহম্মদ তা'য়,
পশুর সমান ধরি' মারিল সবায়
কিছু দিন পা' শেষে সম্রাটের মন
হইল নূতন এক খেয়ালে মগন
ইচ্ছা হ'ল তা'র,—দূর দেবগিরি গিয়া,
থাকিতে দিল্লীর যত প্রজায় লইয়া

দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি সুন্দর নগর,
দিল্লী হ'তে আটশত মাইল অন্তর।
মধ্যে নদ, নদী, বন, বন্ধুর প্রদেশ,
পাহাড়, পর্ব্বত, পথ দুর্গম বিশেষ
দুর্ম্মতি সম্রাট তাহা মনে না গণিয়া,
আজ্ঞা দিল দিল্লীবাসী প্রজায় ডাকিয়া,
যাইতে সে দূরদেশে ল'য়ে দ্রব্যসব,
গো-মেষ, স্ত্রী-শিশু-বৃদ্ধ, সুহৃদ-বান্ধব
বাধ্য হ'য়ে প্রজাগণ আজ্ঞা মানি' নিল,
কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ ছাড়িয়ে চলিল
নারিল দু'জন মাত্র পালিতে আদেশ—
এক অন্ধ, অন্য রোগে অস্থি-অবশেষ
সম্রাটের আজ্ঞা পেয়ে প্রহরীরা তা'য়,
রোগী ছাড়ি', অন্ধে দড়ি বাঁধি' দুই পায়,
টানিয়া লইল চলি', কিন্তু কিছুদূর
না যাইতে প্রাণ গেল, দেহ হ'ল চুর
ক্রমশঃ শরীর তা'র পচিয়া গলিল,
হাড়খানি শেষে দেবগিরিতে পৌঁছিল
নিদারুণ কষ্টে লোক মরিল বিস্তর,
সর্ব্বস্বান্ত হ'ল কত, পীড়ায় কাতর

কিন্তু তাহে সম্রাটের না পূরিল আশ,
ভাল না লাগিল মনে দেবগিরি বাস
ফিরিতে দিল্লীতে আজ্ঞা দিল পুনর্ব্বার,
কত নরনারী তা'য় মরিল আবার
এইরূপে অত্যাচার করি বারবার
দিল ছারেখারে সব রাজ্য আপনার
দুর্ভিক্ষে ভরিল দেশ, বাধা তুচ্ছ দল
জ্বালাইল বিদ্রোহের ভীম দাবানল
বঙ্গের নবাব বুঝি' সুবিধা বিশেষ,
স্বাধীন করিয়ে নিল সব বঙ্গদেশ
তৈলঙ্গের হিন্দুরাজা প্রবল হইয়া,
বিজয়নগরে রাজ্য বসাইল গিয়া। *
জাফরখাঁ, গঙ্গানামা ব্রাহ্মণের দাস,
দক্ষিণে 'বাহ্মণী রাজ্য' করিল প্রকাশ। †

* তৈলঙ্গের হরিহর নামা রাজপুত্র মাধব বিদ্যারণ্য নামক এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পরামর্শে বিজয়নগররাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্য দুইশতাধিকবর্ষ বিদ্যমান থাকিয়া শেষে দাক্ষিণাত্যের অপরাপর মুসলমান রাজগণ কর্তৃক বিনষ্ট হয়।

† এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জাফরখাঁ (অন্য নাম হোসেন) পূর্ব্বে গঙ্গু বা গঙ্গাদত্ত নামা ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য, [illegible] হোসেন গঙ্গাবাহ্মণী উপাধি ধারণ এবং নিজ রাজ্যের 'বাহ্মণী (ব্রাহ্মণী)' এই নাম রক্ষা করেন। বাহ্মণী রাজ্য দেড়শত বৎসর স্থায়ী ছিল।

পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালাদেশ

পাঠান-শাসনে হিন্দু প্রজার জীবন
বিশেষ অসুখকর ছিল না কখন
রণে পটু পাঠানেরা থাকিলেও অতি,
বুঝিত না ভালরূপ হিসাব পদ্ধতি
দক্ষ হিন্দুগণে তাই আদরে আনিয়া,
রাজস্বের কাজে দিত নিযুক্ত করিয়া
বঙ্গের ভূস্বামিগণ হিন্দু ছিল সব,
করিত হিন্দুর যত ক্রিয়া, মহোৎসব
দিত দীঘি, পথ কত, মন্দির গঠিত,
প্রজার বিবিধ সুখ, সুবিধা সাধিত
বার্ষিক রাজস্ব রাজ-সরকারে দিয়া,
রাজার মতন সুখে শাসিত বসিয়া
থাকিত পার্ব্বত্য দেশে যে সব ভূপাল,
তা'রাই স্বাধীনভাবে কাটাইত কাল
পাঠানের রাজ্যকালে বাঙ্গালা ভাষার,
বঙ্গ-সাহিত্যের হয় উন্নতি অপার।
সেকালে এদেশে মাত্র ছিল প্রচলিত
ভোগীপাল, মহীপাল, মনসার গীত

তা'রপর কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস,
করেন অনেক ধর্ম্ম-পদের প্রকাশ।
রচি' কবি কৃত্তিবাস কাব্য রামায়ণ
সাহিত্যের বহু হিত করেন সাধন
ক্রমে আরো কত কবি লভিয়া জনম,
বাড়ান ভাষার বহু শ্রীবৃদ্ধি, সম্ভ্রম।
পাঠান সম্রাট, হিন্দু ভূস্বামীরা সব
বৃত্তি দিয়ে কবিদের রাখিত গৌরব

রামানন্দ, কবীর, নানক ও শ্রীচৈতন্য।

পাঠান শাসনকালে, ভারত ভিতর
আবির্ভূত হন মহাপুরুষ বিস্তর।
তা'র মাঝে রামানন্দ, কবীর, নানক,
শ্রীচৈতন্য— এই চারি ধর্ম্ম-সংস্কারক,
যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচারিয়া,
ধর্ম্মের প্রবাহে দেশ দেন ভাসাইয়া
রামানন্দ, রামানুজ-মতের আশ্রয়
লইয়ে, সবার হন পূজ্য অতিশয়।

‘রাম’ নামে ঈশ্বরের পূজা-আরাধনা
প্রকাশি,’ রামাৎ’ মত করেন ঘোষণা
বারজন নীচজাতি শিষ্য ছিল তাঁর,
তন্মধ্যে কবীর গুণে গরীষ্ঠ সবার

 কবীর জাতিতে জোলা, কিন্তু সাধনায়
শ্রেষ্ঠ হ’য়ে উপদেশে তুষেন সবায়।
ধর্ম্মকথা সব হিন্দী পদে বিরচিয়া,
দিতেন সবারে শিক্ষা, ভিন্ন না ভাবিয়া
শিক্ষা তাঁ’র—‘সবাকার পিতা ভগবান,
হিন্দু তাঁ’রে ‘রাম’ বলে, ‘আল্লা’ মুসল্মান।
সর্ব্বত্র সবার হৃদে তাঁর নিবসতি,
ভক্তিই মুক্তির পথ, মানবের গতি।’
কবীর করেন যেই মতের প্রচার,
ভারতে ‘কবীরপন্থী’ অভিধান তা’র

 পঞ্জাবে লাহোর নামে নগর যে রয়,
শিখগুরু নানকের তথা অভ্যুদয়
বাল্য হইতেই তাঁ’র ধর্ম্মে ছিল মন,
করিত সাধুর সঙ্গ, ভজন সাধন
সাধিত পরের হিত, সমান গোপালে
আনিতে পারিত যত্ন হিন্দু-মুসল্মানে

প্রচারিত—'ভগবান এক ভিন্ন ন'ন,
সাধুরাই শুধু তাঁ'র কৃপার ভাজন
ফল নাহি কোনো ধর্ম ত্যাগ বা গ্রহণে,
মুক্তি শুধু চরিত্রের বিশুদ্ধি সাধনে।'
শুনি' সাধু-শিক্ষা তা'র দেখি' শুদ্ধাচার,
বহু হিন্দু মুসলমান শিষ্য হয় তা'র।

পঞ্জাবে নানক যবে প্রচারে মগন,
সেইকালে বঙ্গে এক ব্রাহ্মণ-নন্দন
সন্ন্যাসী হইয়ে, ল'য়ে শ্রীচৈতন্য নাম,
প্রচারেন প্রেমধর্ম, শিষ্য অভিরাম
ভ্রমি' কত তীর্থ করি' স্বমত স্থাপন,
শ্রীক্ষেত্রে করেন শেষ জীবন যাপন।
বহু জ্ঞানী, গুণী মানী, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী,
মানি' ধর্মমত তা'র শিষ্য হয় আসি'
ধরি' 'হরিদাস' নাম এক মুসলমান,
স্বেচ্ছায় আসিয়ে তা'য়ে করে আত্মদান।
'জ্ঞান হ'তে ভক্তি বড়, ভক্তিতে মুকতি,
দ্বিজ হ'তে ভক্তিমান মুচী মান্য অতি,
গুরুর করুণা বিনা মুক্তি লভ্য নয়'—
চৈতন্যের ধর্মে এই সার শিক্ষা হয়

তৈমুরলঙ্গ।



একাল অবধি এই বিশ্বের ভিতর,
লইয়াছে জন্ম যত অত্যাচারী নর,
কেহই তৈমুর তুল্য ছিল না নির্দ্দয়,
করে নাই ধরা বক্ষ নর-রক্তময়।
জনম যদিও তা'র তুর্কের ঔরসে,
তবু ইতিহাসে, নিজ মাতৃধারা বশে
মোগল বলিয়ে দেশে প্রতিপত্তি পায়,
নরহত্যা, দিগ্বিজয়ে জীবন কাটায়

তৈমুর ভ্রমণে তত ছিল না কুশল,
খঞ্জ ছিল, এক পায়ে না পাইত বল

কিন্তু অশ্ব-আরোহণে, অসি-চালনায়,
সাহসে সমান তা'র না ছিল কোথায়।
পঙ্গুদেহ ল'য়ে তাই প্রাচীন বয়সে,
একে একে বহু রাজ্য আনিল স্ববশে।
অবশেষে দলে বলে সজ্জি' নানাদেশ,
করিল কাবুল দিয়ে ভারতে প্রবেশ।
ঝটিকার বেগে এসে পঞ্জাবে পড়িল,
লাহোর, মুলতান লুটি' দিল্লী আক্রমিল
সঙ্গে ছিল বন্দিভাবে লক্ষাধিক জন,
পাছে তা'রা করে তার শত্রুতা-সাধন,—
এই ভয়ে মাত্র শিশুগণে বাদ দিয়া,
বাকী সকলের মাথা ফেলিল কাটিয়া।
তোগ্‌লক বংশের শেষ সম্রাট তখন
মামুদ করিতেছিল দিল্লীতে শাসন
শুনি' তৈমুরের ঘোর নিষ্ঠুর আচার,
কাঁপিল শরীর, মুখ শুকাইল তা'র
তবু বহু সেনা আর হাতী, ঘোড়া নিয়া,
সাহসে বাঁধিয়া বুক বাধা দিল গিয়া।
ভাগ্য-দোষে কিন্তু রণে হারিয়া ফিরিল,
পলাইয়ে গুজরাটে প্রাণ বাঁচাইল

এদিকে তৈমুর করি' দিল্লী অধিকার,
নিল লুটি' রাজবাটী, ধনকোষ তা'র
প্রথমে অভয় দিয়ে নাগরিকগণে,
তুষিল শিষ্টের মত মধুর বচনে
কিন্তু শেষে ইচ্ছামত অর্থ না পাইয়া,
আরম্ভিল অত্যাচার নিজ সেনা দিয়া
পাঁচদিন অবিরত দুষ্ট সেনাগণ,
লুটপাট, রক্তারক্তি করিল ভীষণ।
স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ কেহ না পাইল পার,
শোণিতে পঙ্কিল সব হ'ল ঘর-দ্বার।
শবদেহে, পূর্ণ হয়ে ভরিল নগর,
হইল সোনার পুরী বিজন প্রান্তর
নিষ্ঠুর তৈমুর তাহে দুঃখ না ভাবিয়া,
করিল উৎসব কত আনন্দে মাতিয়া
তৎপরে বিস্তর বন্দী, বহু রত্ন, ধন
সঙ্গে ল'য়ে গেল চ'লে আপন ভবন

তৈমুর ফিরিলে দেশে দুর্বল সম্রাট
আসিয়ে দিল্লীতে পুনঃ নিল রাজপাট
নামমাত্র বর্ষ কত বসিয়ে শাসিল,
ক্রমে আর সাত রাজা রাজত্ব করিল।

শেষ রাজা অহঙ্কারী ইব্রাহিম নাম
কুশাসনে দেশে বড় কিনিল দুর্নাম
পঞ্জাবে দৌলত খোদা ছিল অধিশ্বর,
দেখি, ব্যবহার তাঁ'র হ'ল ক্রোধপর।
তৈমুরের ৫ তিবৃদ্ধপ্রপৌত্র বাবরে
ডাকিল, তাহারে যোগ্য শাস্তিদান তরে
সদলে ভারতে আসি' বাবর তখন,
পাণিপথে বাধাইয়ে দিল ঘোর রণ।
ধরি' ইব্রাহিমে তথা করিল সংহার,
দিল্লীর পাঠান-রাজ্য গেল ছারেখার

মোগল রাজগণ

বাবর।

বাবর দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তাহার
পিতৃরাজ্য ফর্গনায় পায় অধিকার।
জ্ঞাতিরা তাহারে কিন্তু বালক দেখিয়া,
ছলে বলে লয় তাঁ'র রাজত্ব কাড়িয়া।

সাহসী বাবর তাহে না হ'য়ে নিরাশ,
উদ্ধারিতে রাজ্য পায় অশেষ প্রয়াস
পনের বৎসর ধরি' যুঝে ও [illegible]
তবু ভাগ্যে রাজ্য তা'র না হয় ঘটন।
ফর্গনা ছাড়িয়ে ভয়ে আসি' তারপর,
কাবুল করিয়ে জয় হ'ল রাজ্যেশ্বর
গজনী জিনিয়ে বলে কান্দাহার নিল,
পাণিপথে জয়ী হ'য়ে ভাগ্য ফিরাইল
পাইল ভারত-রাজ্য, আগ্রায় আসিয়া
আরম্ভিল রাজ্য, রাজ আসনে বসিয়া

মিবারে সংগ্রামসিংহ রাজা তেজীয়ান,
দেখিয়া বাবরে রোষে হ'ল হতজ্ঞান
তাড়াইতে তা'রে বলে সদলে ছুটিল,
শিক্রীতে বাবর গিয়ে তা'রে বাধা দিল
বাধিল দু'পক্ষে তথা যুদ্ধ ঘোরতর
আগে হেরে শেষে জয়ী হইল বাবর
বিমুখিল ক্রমে আরো রাজা কত জনে,
জয় করি' বহুরাজ্য আনিল শাসনে
এরূপে কাবুল হ'তে সুদূর বিহার
সব আর্য্যাবর্ত্ত নিল করি' অধিকার

বাবরের মৃত্যু-কথা বড়ই মধুর,
বিচিত্র বাৎসল্যভাবে স্নেহ ভরপুর
একবার হুমায়ুন, জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁ'র,
কঠিন পীড়ায় হয় হাড়মাজ-সার।
ক্রমে ক্রমে জীবনের আশা লুপ্ত হয়,
বন্ধু এক আসি' শেষে পাতসাহে কয়,—
'এখনও ঈশ্বরের কৃপাকণা পেলে,
বাঁচিয়া উঠিতে পুত্র পারে অবহেলে।
অতএব সব চেয়ে মূল্যবান যাহা,
ঈশ্বরের কৃপাহেতু দান কর তাহা।'
উত্তরিল পাতসাহ,—'আমার এ প্রাণ
সব দামী দ্রব্য হ'তে বেশী মূল্যবান।
অতএব তাই আমি বিভুর চরণে,
সঁপিব পুত্রের প্রাণরক্ষার কারণে।'
এত বলি কুমারের শয্যা তিনবার
প্রদক্ষিণ করি' পাশে বসিল তাহার।
মাগিল প্রভুর ঠাঁই কাতরহৃদয়ে,
পুত্রের জীবন নিজ প্রাণ-বিনিময়ে
সফল হইল ভিক্ষা, কামনা পুরিল,
সুস্থ হ'ল হুমায়ুন, বাবর মরিল

হুমায়ুন ও সেরসা।

বাবরের পরে পুত্র হুমায়ুন তা'র
নিল বুঝে সাম্রাজ্যের শাসনের ভার।
তিন বাজ্য দিয়ে তিন ভ্রাতায় তুষিল,
জৌনপুরে যুদ্ধ ক'রে বিদ্রোহ দমিল।
দলে বলে গুজরাটে গিয়ে তা'রপরে,
বৈরি রাজা বাহাদুরে দমিল সমরে
ভুজবলে গুজরাট করি' অধিকার,
নিল কেড়ে চম্পানীর গিরিদুর্গ তা'র।

এদিকে চুণারপতি সেরসা পাঠান
তুলি' বাঙ্গালায় নিজ বিজয়-নিশান—
বিক্রমে বিহারদেশ স্ববশে আনিয়া,
বঙ্গ রাজধানী গৌড় আক্রমিল গিয়া
রাগিয়ে সম্রাট তা'র ছাড়ি' গুজরাট—
ঢুকিল বিহারে এসে সঙ্গে কত ঠাট
বেড়িয়ে চুণারগড় অধীনে আনিল,
শাস্তি দিতে সের গিয়ে বঙ্গে প্রবেশিল
গৌড় জয় করি' সের সেই অবসরে,
বিহার, চুণার পুনঃ করায়ত্ত করে।

কৌশলে গমন পথ বোধি' শেষে তা'র,
আসিল বক্সারে ল'য়ে সেনা আপনার।
তুলিল সহসা তথা বিভ্রাট তুমুল,
কাটিয়ে মোগল বল করিল নির্ম্মূল।
হেরে হ'য়ে হত বুদ্ধি হুমায়ুন তা'য়,
ঘোড়াসহ ঝাঁপাইয়ে পড়িল গঙ্গায়।
ভিস্তির মোশকে চড়ি' নদী উত্তরিল,
প্রাণ ল'য়ে দ্রুতবেগে আগ্রায় ফিরিল

পরাভব অপমানে ক্ষুব্ধ হুমায়ুন,
সঙ্গে ল'য়ে বহুসেনা, সেনানী নিপুণ,
সেরের দমন-হেতু, আসিল আবার,
আগুসরি' সের হ'ল সম্মুখীন তা'র।
ঘোরতর যুদ্ধ করি' তা'রে বিতাড়িল,
ল'য়ে তা'র রাজ্য নিজে সম্রাট হইল

পলাইল হুমায়ুন মনে পেয়ে ভয়,
সিন্ধুদেশে গিয়ে নিল ভ্রাতার আশ্রয়
একবর্ষ মাত্র তথা করিয়া যাপন,
নগর অমরকোটে করিল গমন।
রাজার আশ্রয়ে সেথা আকবর নাম,
জনমিল পুত্র তা'র সর্ব্বগুণধাম

সুখী হ'লে হুমায়ুন বিচারিল মনে,
দিতে পুরস্কার নিজ সহচরগণে
কিন্তু সে সময় এক কস্তুরী ব্যতীত
কিছুই তাহার আর না ছিল সঞ্চিত।
ভাঙ্গি' সঙ্গিগণে তাহা করি' বিতরণ,
কহিল,—'কস্তুরী এই সুগন্ধ যেমন
ছড়াইছে দিকে দিকে, পুত্রের আমার
সেই মত হয় যেন সুখ্যাতি প্রচার।'
এইরূপে হুমায়ুন আরো দু'বছর,
ঘুরি' নানাস্থানে সহি' ক্লেশ বহুতর,
কোনোমতে রাজ্য উদ্ধারিতে না পারিয়া,
সুদূর পারস্যে শেষে গেল পলাইয়া
বিজয়ী সেরসা হ'য়ে রাজা তা'রপর,
বসাইল শূরবংশ ভারত ভিতর।
বিমুখিল বঙ্গাধিপে বিদ্রোহী বুঝিয়া,
বাঙ্গলা, মালব নিল রাজ্যে মিশাইয়া
কৌশলে রৈসিনগড় করি' অধিকার,
যতছিল সেনা তথা করিল সংহার।
তৎপরে সদলে রাজপুতনায় গিয়ে,
বেড়ি' মাড়ব্বার রণ দিল বাধাইয়ে

মল্লদেব নামে বীররাজা তথাকার,
করিল জয়ের আশা বিনষ্ট তাহার।
কৌশলে তখন সের হারাইতে তা'রে,
জালপত্র পাঠাইয়ে দিল মাড়বারে
লেখা ছিল পত্রে,—যত রাজার সর্দ্দার,
করিছে মন্ত্রণা সের সঙ্গে মিশিবার।
সেই পত্র মল্লদেব পেয়ে একখানি,
নিজের সর্দ্দারগণে দেখাইল আনি'
হইল তাদের প্রতি মহাসন্দীহান,
সর্দ্দারেরা কিন্তু তাহে নাহি দিল কান।
সেরের চাতুরী বলি' তা'রে বুঝাইল,
তথাপি প্রত্যয় তা'র মনে না জন্মিল
তখন তাহার এক বিশ্বাসী সর্দ্দার,
ধুইতে নিজের রক্তে কলঙ্ক সবার
দ্বাদশ সহস্র মাত্র সেনা সঙ্গে নিয়া,
ভীমবলে সেরসাহ আক্রমিল গিয়া।
শত শত সেনা মারি' প্রাণ বিসর্জ্জিল,
বহুকষ্টে বাঁচি' সের বিষাদে কহিল,—
'হায়, আমি এক মুঠা ভুট্টার কারণ,
হারাইতেছিনু মোর রাজ-সিংহাসন।'

ততঃপর শের ল'য়ে সেনা বহুতর,
বেড়িল বুন্দেলখণ্ডে দুর্গ কালঞ্জর
আচম্বিতে কিন্তু সেথা জলন্ত গোলার
আগুনে হইয়ে দগ্ধ ছাড়িল সংসার।

সেরসা দেশের হিত সাধিল বিস্তর,
স্থাপিল 'ঘোড়ার ডাক' ভারত ভিতর
দিল পথ বঙ্গ হ'তে সিন্ধুনদী-ধার,
প্রতি ক্রোশে করি' কূপ পান্থশালা আর

সেরের মৃত্যুর পরে, সাম্রাজ্যের বল
টুটিল, হইল দেশ ঘোর বিশৃঙ্খল
ইব্রাহিম, সেকেন্দর আমীর দু'জন,
রাজ্য-লোভে পরস্পর আরম্ভিল রণ
পঞ্জাবে স্বাধীন হ'য়ে সেকেন্দর পরে
দমি' ইব্রাহিমে আগ্রা, দিল্লী জয় করে
এইকালে হুমায়ুন ভারতে আসিয়া,
সরহিন্দে সেকেন্দরে দিল হারাইয়া
উদ্ধারিল অবহেলে সাম্রাজ্য আপন,
সিঁড়ি হ'তে পড়ি' শেষে ছাড়িল জীবন।

আকবর



হুমায়ুন হ'লে গত শিশু আকবর,
পাইয়ে পিতার রাজ্য হ'ল অধিশ্বর
বিশ্বাসী বৈরামখাঁয় সহায় করিয়া,
লাগিল শাসিতে তা'র অধীন থাকিয়া
এই কালে হেমু * শেষ পাঠান রাজার,
যোগ্য হিন্দু-মন্ত্রী, ল'য়ে সেনা আপনার,

* ইঁহার প্রকৃত নাম হেমচন্দ্র। কিন্তু প্রথমে মুদিখানার দোকান করিয়া জীবিকা চালাইতেন বলিয়া, লোকে ইঁহাকে হেমুবাকাল বলিত। ইনি অত্যন্ত কুৎসিৎ ও দুর্ব্বল ছিলেন এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ তলোয়ার চালাইতে ও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। কিন্তু সমরকার্য্যে ও রাজ্যশাসন ব্যাপারে ইঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

বিক্রমে মোগল-সেনা দূরে খেদাইয়া,
নিল দিল্লী, আগ্রা দুই আয়ত্ত করিয়া
হেরে ভয়ে মোগলেরা প্রমাদ গণিল,
পলাইতে আকবরে সবে যুক্তি দিল।
সাহসী বৈরাম কিন্তু তাহা না মানিয়া,
গিয়া পাণিপথে দিল যুদ্ধ বাধাইয়া
পাণিপথে পরাভব হইল হেমুর,
মোগল প্রবল, শূরবংশ হ'ল দূর

আহত-অজ্ঞান বন্দী হেমুরে আনিয়া,
কহিল বৈরাম, প্রভু আকবরে গিয়া,—
'স্বহস্তে এ কাফেরের কাটি' পাড় শির,
পুণ্য হ'বে, খ্যাতি তব হইবে বাহির '
উত্তরিল আকবর,—'আহত-অজ্ঞান
শত্রুর কখনো আমি না লইব প্রাণ '
বৈরাম বিরক্ত হ'য়ে স্বহস্তে তখন
মূর্চ্ছিত হেমুর মুণ্ড করিল ছেদন।
বয়সে বৈরাম বৃদ্ধ, শিশু আকবর,
বৃদ্ধ হ'তে কিন্তু শিশু গুণে মহত্তর

চারিবর্ষ বৈরামের অধীনে থাকিয়া,
নিল আকবর সব শাসন বুঝিয়া

দমিল যথেচ্ছাচারী কর্ম্মচারিগণে,
দুষ্ট ভ্রাতা হাকিমেরে হারাইল রণে।
রাজপুত বাহুদণ্ড প্রবল বুঝিয়া,
বাঁধিল বন্ধুত্বে, বৃথা যুদ্ধ না করিয়া।
বিখ্যাত বিহারীমল্ল জয়পুরপতি,
সঁপিল সম্রাটে স্বীয় কন্যা গুণবতী।
যোধপুরপতি মল্লদেব তা'রপরে,
কুমার সলিমে পৌত্রী সম্প্রদান করে।
এরূপে প্রধান যত রাজপুত বীর,
বন্ধুভাবে বাধ্য হ'য়ে নোয়াইল শির।
কেবল মিবার-রাণা, সংগ্রাম কুমার,
গর্ব্বিত উদয়সিংহ শত্রু র'ল তা'র।
কুটুম্বিতা সূত্রে হ'য়ে তা'র আজ্ঞাধীন,
না করিল নিজকুল কলঙ্কে মলিন।
সদলে সম্রাট তা'য় মিবারে যাইয়া,
আরম্ভিল যুদ্ধ, গড় চিতোর বেড়িয়া।
পলাইল ভীরুরাণা, সেনানী তাহার
জয়মল্ল এসে হ'ল রণে আগুসার
সঙ্গে ল'য়ে মাত্র আটহাজার সেনায়,
প্রাণপণে র'ল রত নগর রক্ষায়

কৌশলে সম্রাট কিন্তু তাহারে বধিয়া,
লইল চিতোর নিজ অধীন করিয়া

মরিলে উদয়রাণা, তাহার কুমার
তেজস্বী প্রতাপসিংহ শত্রু হ'ল তাঁ'র
চিতোর-উদ্ধারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া,
দাঁড়াইল বীরদত্তে বিরুদ্ধে আসিয়া।
কুমার সলিমে দিয়ে সম্রাট তখন,
বাধাইল হল্‌দীঘাটে সংগ্রাম ভীষণ,
বিমুখিল তথা তা'রে বুদ্ধি-প্রপঞ্চে।
বিষাদে প্রতাপ গিয়ে প্রবেশিল বনে।

এ দিকে বঙ্গের শেষ পাঠান-নবাব
দাযুদ হইয়ে অতি উদ্ধতস্বভাব,
মোগল-শাসন-পাশ উচ্ছেদ লাগিয়া,
দিল বঙ্গে বিদ্রোহের ধ্বজা উঠাইয়া।
আগ্রায় আকবর কবি' সে কথা শ্রবণ,
রুষ্ট হ'য়ে, পাঠাইয়ে দিল সেনাগণ।
তুকারো নামেতে স্থান বঙ্গের ভিতরে,
শাসিল দাযুদে তথা সম্মুখ-সমরে
আক্রমলে তা'রে শেষে করিয়ে সংসার,
লইল কাড়িয়ে বঙ্গ-রাজত্ব তাহার

অতঃপর আকবর দিগ্বিজয়ে গিয়া,
কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধু লইল জিনিয়া।
কুমার মোরাদে করি' দক্ষিণে প্রেরণ,
আমেদনগর বেড়ি' বাধাইল রণ
তেজী রাণী চাঁদবিবি * ক্রুদ্ধ হ'য়ে তা'য়
ঘোমটায় ঢাকি' মুখ, বর্মে ঢাকি' কায়—
মাতিল সমরে মহাবীরত্বে আসিয়া,
হারা'য়ে মোরাদে দিল বিরত করিয়া।
আপনি আকবর শেষে হ'য়ে সহচর,
ভুজবলে নিল জিনে আমেদনগর
খান্দেশ আয়ত্তে আনি' আগ্রায় আসিল,
পুত্রে দিয়ে রাজ্য শেষে জীবন ত্যজিল।
মহাশক্তিশালী রাজা ছিল আকবর,
পরিশ্রমে কেহ তা'র না ছিল সোসর।
প্রত্যহ পাঁচিশ ক্রোশ পথ-পর্য্যটন,
পশুবধ, মত্তহস্তী-অশ্বের শাসন,
ব্যাঘ্রসহ যুদ্ধ আদি কার্য্য কত আর,
দৈনিক কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল তা'র

* ইনি আমেদনগরের নাবালকরাজ বাহাদুরনিজামসাহের পিসী। ইঁহার মত বীরনারী পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

নানা গুণে আকবর ছিল গণ্যমান,
দেখিতে সমান চ'কে হিন্দু-মুসলমান
জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজায়,
যোগ্যপদ দিয়ে তুষ্ট করিত সদায়
অকারণে কভু নাহি লিপ্ত হ'ত রণে,
থাকিত নিরত নিত্য প্রজার রঞ্জনে
বাধ্য বৈরিদলে করি' ক্ষমা প্রদর্শন,
পালিত যতনে রাখি' আশ্রয়ে আপন।
করিত বন্ধুর প্রতি স্নেহ-ব্যবহার,
সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতে সবার
রাখিত সতত গুণী, জ্ঞানীর সম্মান,
তুষিত সাদরে সবে দিয়ে নানা দান
মিয়া তানসেন, ফৈজী, আবুলফজল,
বদৌনী, তোড়লমল, রাজা বীরবল,
মানসিংহ আদি কত হিন্দু, মুসলমান,
লভি' তা'র ঠাঁই স্ব স্ব গুণোচিত মান,—
বড় বড় রাজপদ করি' অধিকার,
করিত শোভিত সভা 'আম-খাস' তা'র *

---

* তানসেন—প্রথমে হিন্দু ছিলেন, আকবরের সভায় আসিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাঁহার ন্যায় সুগায়ক পৃথিবীতে অতি অল্পই

জাহাঙ্গীর।

তৎপরে সলিম পিতৃসিংহাসন নিয়া
রাজা হ'ল, জাহাঙ্গীর উপাধি ধরিয়া
মেহেরউন্নিসা * নামী বিধবায় আনি' ও
বসাইল নিজপাশে করি' পাটরাণী।

সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আমজদখাঁও সুগায়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ফৈজী ও আবুলফজল—দুই সহোদর ভ্রাতা। তাঁহারা দুই জনেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ফৈজী অনেক সংস্কৃতগ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। আবুলফজল 'আকবরনামা' নামক একটি বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তোডরমল—আকবরের সর্ব্বপ্রধান রাজস্ব সচিব ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং ধর্ম্মপরায়ণ, বিচক্ষণ ও দক্ষ লোক সে সময়ে আর একজনও দেখা যাইত না। রাজা বীরবল—মজার কথা বলিয়া এবং মুখে মুখে ভাল ভাল কবিতা রচনা করিয়া, সকলকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। মানসিংহ—সুবাদার ও বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। আকবর তাঁহারই সাহায্যে হলদীঘাটের ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

* ইনি মির্জা গেয়াস নামক এক পারস্য রসিকের কন্যা। গেয়াস যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন পথে মরুভূমিতে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পরম রূপবতী ও শিক্ষিতা ছিলেন। চিত্র ও সূচীকার্য্যে এবং মুখে মুখে কবিতা রচনায় ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কথিত আছে—ইনিই প্রথমে গোলাপীআতর ও বাইয়ানা পোষাকের সৃষ্টি করেন।

'নূর্জাহান'—জগজ্জ্যোতিঃ নাম দিল তা'য়,
ছাপাইল সেই নাম টাকা, পয়সায়
বাপ, ভাই আদি তা'র আপ্ত যত ছিল,
উচ্চ রাজকাজে আনি সবে নিয়োজিল
পূর্ব্বস্বামিজাত তা'র দুহিতার সনে,
কনিষ্ঠ পুত্রের বিয়ে দিল হৃষ্টমনে
কুমার খরমে, সঙ্গে দিয়ে সেনাগণ,
মিবার-বিজয় হেতু করিল প্রেরণ
মিবারে অমরসিংহ, প্রতাপ-কুমার,
রাজা ছিল, দাঁড়াইল বিরুদ্ধে তাহার
বিক্রমে খরম কিন্তু তা'রে বিমুখিল,
বিজয়-উল্লাসে গিয়ে দক্ষিণে ঢুকিল।
যুঝি' মহাতেজে তথা আমেদনগরে,
হারাইল রাজমন্ত্রী মালেকআম্বরে।
খরমের শক্তি দেখি' হিংসা মনে মানি'
হইল বিপক্ষ তা'র নূর্জাহান রাণী
কৌশলে সম্রাটে দিয়ে করিল প্রচার—
'ছোট ছেলে পা'বে রাজ-সিংহাসন তা'র'
শুনি' সেই কথা কোপে খরম জ্বলিল,
সহসা বিদ্রোহী হ'য়ে যুদ্ধ আরম্ভিল।

বিহার, বাঙ্গালা জয় করিল হেলায়,
রাগিয়ে সম্রাট তা'য়, রাণীর কথায়,
সেনাপতি মহাবতে পাঠাইয়ে দিল,
হারা'য়ে কুমারে রণে নিবৃত্ত করিল।
ধরমে আয়ত্ত দেখি' রাণী স্বার্থপর
শাস্তি দিতে মহাবতে হ'ল অগ্রসর,
ডাকিল পঞ্জাবে তা'রে কার্য্যের ছলায়,
চতুর সেনানী কিন্তু বুঝি' অভিপ্রায়—
সহসা সসৈন্যে রাজশিবিরে পশিয়া,
কৌশলে সম্রাটে বন্দী করিল ধরিয়া
ছ'মাস আটক করি' নিকটে রাখিল,
বুদ্ধিবলে শেষে রাণী তা'রে উদ্ধারিল।
টমাস্ রো ইংরাজদূত আসি' এ সময়,
মোগল-সভায় বাস করে বর্ষদ্বয়

সাজাহান।

ম'লে জাহাঙ্গীর তা'র সাহসী কুমার
খরম কৌশলে করি' রাজ্য অধিকার,
হইল সম্রাট ধরি' সাজাহান নাম,
প্রবেশি' দক্ষিণে দল বাধা'য়ে সংগ্রাম।
সেনানী জাহানখাঁয় বিদ্রোহী জানিয়া,
বধিল তাহারে, রণে পরাস্ত করিয়া।
আমেদনগরে গিয়ে সবেগে ঢুকিল,
সাতবর্ষ ধরি' তথা যুদ্ধ চালাইল
ভুজবলে বৈরিদলে দমি' তা'রপর,
লইল স্বরাজ্যে 'পুরি' আমেদনগর
গোলকুণ্ডাধিপে রণে হারাইয়ে দিল,
বিক্রমে বিজয়পুরপতিরে দমিল
উভয় রাজায় শেষে স্ববশে আনিয়া,
সংস্থাপিল সন্ধি, বহু রাজ্য, ধন নিয়া।
অনন্তর সাজাহান প্রবল পীড়ায়
সহসা পীড়িত হ'য়ে শুইল শয্যায়।
রাজ্য-লোভে চারিপুত্র তাহার তখন
আরম্ভিল পরস্পর কলহ ভীষণ

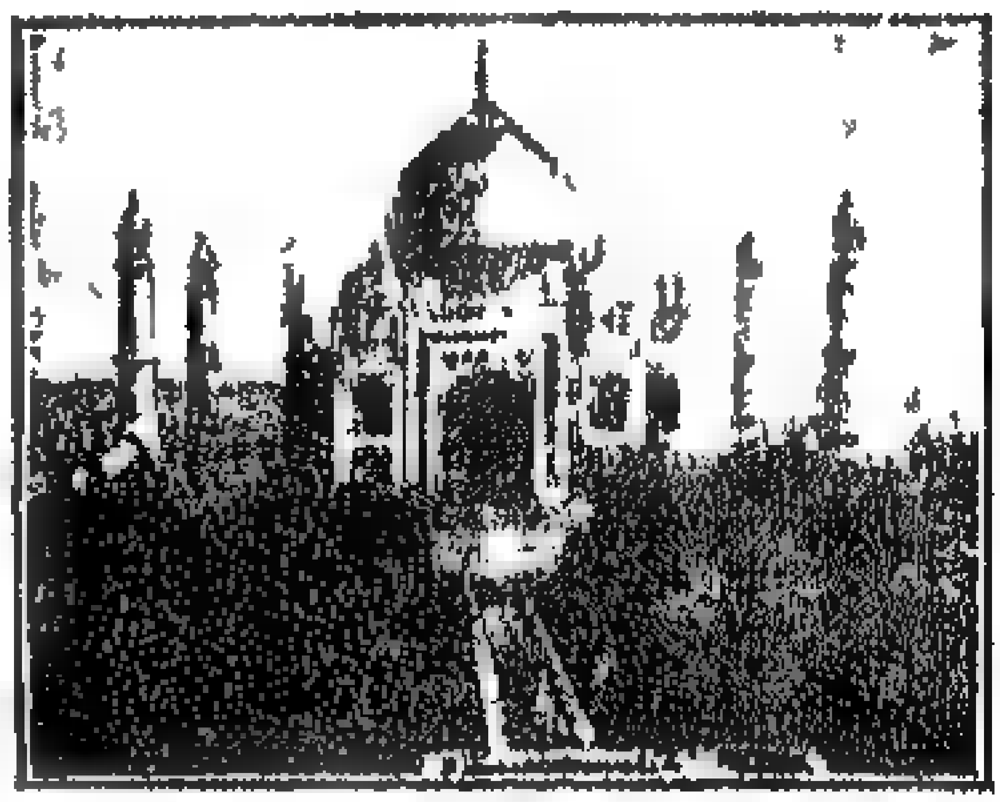
কূটবুদ্ধি আরঙ্গজীব তৃতীয় কুমার,
বঞ্চি' ভ্রাতৃগণে নিল শাসনের ভার
আগরায় এসে শেষে পীড়িত পিতায়
কৌশলে ধরিয়ে পুরি' রাখিল কারায়

বিলাসী, বিভবশালী রাজা সাজাহান
বাড়ান রাজ্যের কত শ্রীবৃদ্ধি, সম্মান
মুক্তহস্তে ছড়াইয়ে রাশি রাশি ধন,
অপূর্ব্ব 'ময়ূর-তক্ত' * করেন গঠন
আগ্রা আর দিল্লী দুই প্রধান নগরে,
সাজান যতনে রম্য প্রাসাদ নিকরে।
তন্মধ্যে দিল্লীর 'জুম্মা মসজিদ' সুন্দর
সুদৃশ্য 'দেয়ানী খাস' দরবার-ঘর,
আগরার মমতাজজমানী রাণীর
সুষমা-সমাধি 'তাজমহল' † মন্দির,

* এই সিংহাসন একটি প্রকাণ্ড ময়ূরের অবয়ববিশিষ্ট ছিল। ময়ূরপুচ্ছে যে যে স্থানে যে যে বর্ণ বিদ্যমান আছে এই আসনেও, নানা বর্ণের মণি মুক্তাদির দ্বারা সেই সেই বর্ণের সমাবেশ করা হইয়াছিল। ...খাস মহলে ছয়টা সুবৃহৎ স্বর্ণস্তম্ভের উপর এই সিংহাসন সংস্থাপিত ছিল। কথিত আছে—নয় সহস্র বিভিন্ন বর্ণের মণি-মুক্তাদির সাহায্যে এবং ছয় কোটী টাকা ব্যয়ে ইহার নির্ম্মাণ সমাধা হয়।

† ইহার ন্যায় মনোহর অট্টালিকা পৃথিবীতে আর একটীও নাই।

মর্ম্মর-মণ্ডিত 'মতি-মসজিদ' আর
করিয়াছে নাম চিরস্মরণীয় তাঁ'র



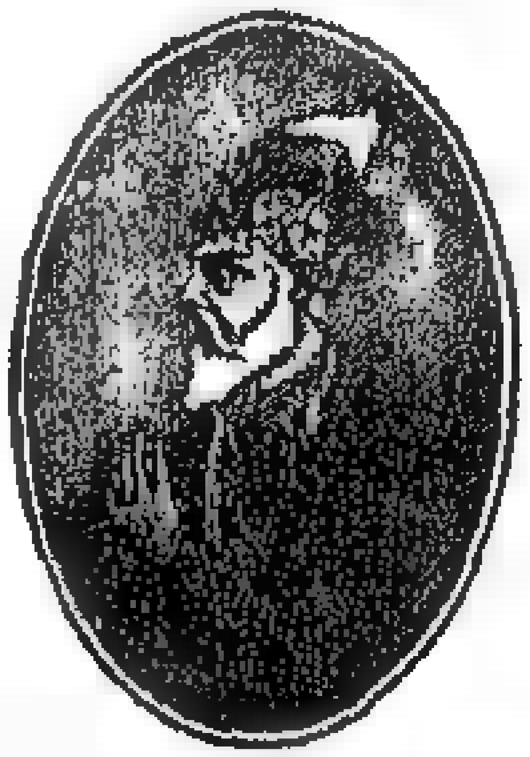
তাজমহল

এইরূপ শুনা যায় যে, বাইশ হাজার লোক অনবরত কুড়ি বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। তাজমহল গঠনের ব্যয় ৪,১৪,১৮,৮২৬ টাকা। শাজাহানের রাজত্বকালে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইত।

তাহারাই ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া,
বিশাল সাম্রাজ্য তা'র দিল ঘুচাইয়া
 যেরূপ অপক্ষপাতে সাধু আকবর,
তথা তা'র পুত্র, পৌত্র, ভারত ভিতর
শাসন করিতেছিল, তাহে হিন্দু যত
ক্রমশঃ হইতেছিল বাধ্য, অনুরত
কিন্তু আরঙ্গীব সেই নীতি না মানিয়া
উঠিল হিন্দুর ঘোর বিরোধী হইয়া
দিল বসাইয়ে কর 'জিজিয়া'* আবার
ভাঙ্গিল মন্দির মূর্ত্তি হিন্দু দেবতার
মর্ম্মাহত তা'হে যত রাজপুত দল,
জ্বালাইল বিদ্রোহের প্রবল অনল।
মিবারের রাজসিংহ রাজা তেজীয়ান,
দিল তা'র ধৃষ্টতার যোগ্য প্রতিদান
গোণ্ডার গিরিপথে তাহারে দমিল,
ভীত হ'য়ে আরঙ্গীব সন্ধি সংস্থাপিল

* একপ্রকার মুণ্ডকর। মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে এই কর গৃহীত হইত। পাঠান রাজাদিগের শাসন-কালে জিজিয়া প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

আরঙ্গজীব।



বৃদ্ধপিতা সাজাহানে আটক রাখিয়া
হ'ল রাজা আরঙ্গজীব রাজ্য তা'র নিয়া
করিল 'আলমগীর' উপাধি ধারণ,
বধিল হিংসায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় আপন
মধ্যম ভ্রাতায় রণে পরাস্ত করিয়া,
দূর আরাকানে তা'রে দিল তাড়াইয়া
কৌশলে কনিষ্ঠে পরে করিয়ে সংহার,
লাগিল শাসিতে হ'য়ে প্রভু সবাকার
কিন্তু তা'র দোষে ভাগ্যে সুখ না ঘটিল,
চারিদিকে নব নব শত্রু দেখা দিল

এদিকে দক্ষিণে তিন মোগল অধিপতি,
অবিরত ঘোরতর যুদ্ধে ছিল মাতি
বার বার আরঞ্জীব যুঝি' প্রাণপণ
পারে নাই কাহাকেও করিতে দমন
এখন প্রধান শত্রু রাজা শিবাজীর
মৃত্যুকথা শুনি' হ'য়ে সদর্পে বাহির,
রণরঙ্গে দাক্ষিণাত্যে আসি' দেখা দিল,
দমিতে বিপক্ষদলে সমরে নামিয়া
প্রথমে বৎসর পাঁচ যুঝি' অনিবার,
লইল বিজয়পুর, গোলকুণ্ডা আর
তৎপরে শিবাজী পুত্র শম্ভুরে ধরিয়া,
বহুকষ্ট দিয়ে তাঁ'রে ফেলিল মারিয়া
দ্বিতীয় শিবাজী নামে পুত্র তাঁ'র ছিল,
না মারি তাহারে বন্দী করিয়ে রাখিল
নিল জিনি রাজধানী দুর্গ অগণন,
মহারুষ্ট হ'য়ে তাহে মহারাষ্ট্রগণ, *

* ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে বা দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র নামে একটী প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশের অধিবাসীরা 'মহারাষ্ট্র' চলিত কথায় 'মারাঠা' নামে অভিহিত

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা দলে পৃথক থাকিয়া,
চারিদিকে যুদ্ধানল দিল জ্বালাইয়া
আঠারো বৎসর ধরি' নিয়ত যুঝিল,
অর্থ, বিত্ত, স্বাস্থ্য তা'র সমস্ত ধ্বংসিল।
রণশ্রমে ভগ্ন-দেহে সম্রাট তখন,
আমেদনগরে আসি' মুদিল নয়ন
  আরঙ্গীব ছিল অতি শ্রমী-সুচতুর,
স্বধর্ম্মের প্রতি ভক্তি করিত প্রচুর
ছাড়ি' মদ, মাংস, ভোগ-বিলাস, বাসন,
বিনা অপব্যয়ে দিন যাপিত আপন
বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান আর সমর-কৌশল,
ছিল তা'র শাসনের প্রধান সম্বল
কিন্তু সন্দেহের বশে আপ্ত-বন্ধুগণে
দেখিত সতত অবিশ্বাসের নয়নে।
করিত অযথা হিন্দু প্রজার পীড়ন,
এই হেতু কি হিন্দু কি মুসলমানগণ,
ধর্ম্মে ও রাজ্যে হ'ত ক্ষতির কথায়,
কেহ না হইত তুষ্ট শাসনে তাহার।
ম'লে আরঙ্গীব তা'র শাসন-শকতি,

সুবাদার সব স্ব স্ব প্রধান হইয়া
নূতন নূতন রাজ্য তুলিল গঠিয়া
মোগল সম্রাট শুধু সিংহাসন নিয়ে,
পুতুলের প্রায় তা'য় রহিল বসিয়ে

মহারাষ্ট্রজাতি—শিবাজী



মারাঠা ক্ষত্রিয় জাতি, বহুদিন হ'তে
নীরবে করিত বাস দক্ষিণ ভারতে

কৃষকের বৃত্তি ধ'রে যাপিত জীবন,
কতদিনে তাহাদের মধ্যে একজন
সাহজী-ভোঁসলা নামা বীর জনমিয়া,
মারাঠা রাজ্যের ভিত্তি দিল বসাইয়া
সাহজী বিজয়পুরে ছিল সেনাপতি,
শিবাজী তাহার পুত্র বলীয়ান অতি,
ছাড়' লেখাপড়া, গড়ি' সেনা একদল,
জয় করি' বহু দুর্গ হইল প্রবল
লইল সুদৃঢ় করি' নিজ অধিকার,
বিজয়পুরের শাহা বল দেখি' তা'র,
ভীত হ'য়ে ত্বরা তা'র দমন লাগিয়া,
সেনানী আফজল খাঁয় দিল পাঠাইয়া
চতুর শিবাজী তা'র বুঝি' বৈরভাব,
পাঠাইল লোক করি' সন্ধির প্রস্তাব।
আফজল সন্তুষ্ট হ'য়ে তা'কে মত দিল,
একাকী আসিয়ে দেখা করিতে কহিল।
সাহসে শিবাজী গিয়ে নিকটে তাহার,
'বাঘনখ' অস্ত্রে তা'রে করিল সংহার।*

* মারাঠা ঐতিহাসিকেরা বলেন—আফজলখাঁই অগ্রে শিবাজীকে

সঙ্গী সেনাদলে তা'র মারি' খেদাইল,
বাধ্য হ'য়ে বৈরিরাজা সন্ধি সংস্থাপিল
   এই হ'তে শিবাজীর বাড়িল সাহস,
একে একে রাজস্থান নিল করি' বশ।
মোগল রাজত্বে ঢুকি' যুদ্ধ আরম্ভিল,
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আরঙ্গজেব সেনা পাঠাইল
হেলায় শিবাজী সেই সেনায় দমিয়া,
উঠিল ক্রমশঃ আরো প্রবল হইয়া
শাস্তি দিতে শিবাজীরে সম্রাট তখন
সেনানী সায়েস্তাখাঁয় করিল প্রেরণ।
সায়েস্তা পুণায় বাড়ী জিনে নিল তা'র,
রহিল তথায় ল'য়ে সেনা আপনার
কৌশলে শিবাজী কিন্তু তাহারে শাসিতে,
বরসাজে গৃহ মাঝে পশি' রজনীতে,
কাটিল মোগল সেনা যে যথায় ছিল,
আপনি সায়েস্তা ভয়ে পলা'য়ে বাঁচিল।
   তৎপরে শিবাজী বলে সুরাট লুটিয়া,
রায়গড়ে রাজোপাধি লইল আসিয়া

মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন এবং শিবাজী আত্মরক্ষার্থেই তাঁহার উদরে 'বাঘনখ' বসাইয়া দেন

নিজ নামে মুদ্রা করি' চালাইয়ে দিল ;
শুনি' সে সংবাদ রোষে সম্রাট জ্বলিল
রাজা জয়সিংহে আর দেলোয়ার খাঁয়,
দিল পাঠাইয়ে যোগ্য শিক্ষা দিতে তা'য়।
শিবাজী হইল ভীত যুদ্ধ না করিল,
সন্ধি করি' জয়সিংহে আত্ম সমর্পিল।
দিল ছাড়ি' তা'রে কুড়িগড় আপনার,
আসিল দিল্লীতে পেয়ে নিমন্ত্রণ তা'র।
অবোধ সম্রাট তবু শত্রু ভাবি' তা'রে
রোধিল কারায় আনি' নিজ দরবারে।
সাহসী শিবাজী তা'হে ভয় না পাইয়া,
গোপনে মিঠাই ঢাকা ঝুড়িতে চড়িয়া,
মুক্ত হ'য়ে ছদ্মবেশে স্বদেশে আসিল,
ধরি' নিজমূর্ত্তি পুনঃ সমরে মাতিল
কেড়ে নিল পূর্ব্বদত্ত দুর্গ সমুদায়,
খান্দেশ হইতে চৌথ * করিল আদায়।
সর্ব্বত্র মারাঠা শক্তি প্রাধান্য স্থাপিয়া,
লাগিল শাসিতে 'মহারাজ' নাম নিয়া।

* রাজস্বের চতুর্থাংশকে চৌথ কহে

বার বার 'আরঙ্গীব যুঝি' কয় মাস,
শাস্তি দিতে শিবাজীরে পাইল প্রয়াস।
প্রতিবারে কিন্তু নিজে পরাভূত হ'ল,
শিবাজী মারাঠা দেশে স্বাধীনতা র'ল।

শিবাজীর পরে তাঁ'র বংশের ভিতর,
জন্মে নাই আর কোনো রাজা যোগ্যতর
তাই ক্রমে রাজ্য তাঁ'র যায় রসাতল,
জাগে তদুপরি পাঁচ রাজন্য প্রবল
বেড়ে উঠে তাহাদের প্রভাব গৌরব,
পাণিপথে কিন্তু শেষে লুপ্ত হয় সব

মোগল-আমলে বঙ্গদেশ ও বর্গীর হাঙ্গামা

মোগল-আমলে বঙ্গ 'সুবা' গণ্য হয়,
বহু সুবাদার ক্রমে তাঁ'র ভার লয়
কিন্তু তাহাদের দোষে প্রথম প্রথম,
বঙ্গে অশান্তির ঝড় বহিত বিষম
প্রনষ্ট গৌরব, শক্তি লাভের আশায়,
পাঠানেরা এসে যুদ্ধ করিত সদায়

পর্তুগীজ জাতি আর মগদস্যুগণ,
করিত দেশের আরো অশান্তি বর্দ্ধন
    রাজা মানসিংহ শেষে হ'য়ে সুবাদার,
নিবারেন পাঠানের যত অত্যাচার
সুবাদার কাসেমখাঁ পর্তুগীজগণে
দমি' হুগ্লী জয় করি' আনেন শাসনে।
সায়েস্তাখাঁ এসে পরে মগ-উপদ্রব
নিবারি' কাড়িয়ে লয় চট্টগ্রাম সব
বহু সুখ ছিল দেশে তাঁহা'র সময়
হইত দু'আনা মণে তণ্ডুল বিক্রয়।
    নবাব মুর্শিদকুলী ছিল ন্যায়বান,
বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, ধীর, কর্ম্মঠ, বিদ্বান।
সম্রাটের প্রতি রাখি' ভক্তি দৃঢ়তর,
বর্ষে বর্ষে পাঠাইয়ে দিত রাজকর
দুর্ভিক্ষ নিবারি, করি' নানা অনুষ্ঠান
থাকিত প্রজার হিতে সদা যত্নবান
হিসাবে নিপুণ দেখি' হিন্দু প্রজাগণে
রাজস্বের কাজে আনি' স্থাপিত যতনে।
মুর্শিদ মুর্শিদাবাদ নগর স্থাপিয়া,
গিয়াছেন নিজ নাম প্রসিদ্ধ করিয়া

মুর্শিদের পরে তা'র জামাতা ও নাতি,
রাজ্য করে ক্রমান্বয়ে সিংহাসন পাতি'
আসি' আলিবর্দ্দী শেষে নিজ ভুজবলে,
সমস্ত বাঙ্গালা লয় আপন দখলে
তাহার সময়ে এসে মহারাষ্ট্রগণ
বাঙ্গালায় করে ঘোর পীড়ন লুণ্ঠন
'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে সেই অত্যাচার
এখনও করে প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার
বেরারে রঘুজী ছিল মারাঠা ভূপতি
ভাস্কর পণ্ডিত হ'যে তা'র সেনাপতি,
গঙ্গার পশ্চিম তীরে স্থিত স্থান সব
লুটপাট করি' করে নানা উপদ্রব
ভয়ে দিয়ে আলিবর্দ্দী বহু মুদ্রাদান,
বর্গীর উৎপাত হ'তে পান পরিত্রাণ

ইংরাজ শাসনকালের কথা।

য়ুরোপীয়দিগের আগমন

পূর্ব্ব হ'তে য়ুরোপের অধিবাসিগণ
জানিত ভারত কোথা, কত তা'র ধন।
কারও বাসনা সদা আসিতে হেথায়,
করিতে বাণিজ্য, অর্থ লাভের আশায়।
আসিতে না পেয়ে পথ কিন্তু কত দিন
আছিল সে কাজে তা'রা হ'য়ে উদাসীন
অবশেষে পর্ত্তুগীজ নাবিক প্রবর
প্রসিদ্ধ ভাস্কডিগামা সঙ্গে সহচর,
দক্ষিণ আফ্রিকা বেড়ি' জাহাজে চড়িয়া,
প্রকাশিল জল-পথ, ভারতে আসিয়া
পথ পেয়ে পর্ত্তুগীজ বণিকেরা তা'য়
প্রবেশি' ভারতে খুলে দিল ব্যবসায়
সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য-লোভে যুদ্ধে মন দিল,
জয় করি' গোয়া তথা কেল্লা বসাইল।
তৎপরে দমান, দিউ করি' অধিকার
লইল সন্দীপ হুগ্‌লী চট্টগ্রাম আর।

এইরূপে ক্রমে আরো স্থান কত নিয়া,
করিল বাণিজ্য শত বৎসর ব্যাপিয়া।
তা'রপর হলণ্ডের ওলন্দাজগণ
গঠিয়ে কোম্পানী হ'ল বাণিজ্যে মগন।
ভারতসাগরে এসে প্রাধান্য স্থাপিল,
যবদ্বীপে বাটেভিয়া নগর গঠিল
বহুদিন থাকি' তথা' ঢুকিল ভারতে,
খেদাইল পর্ত্তুগীজে মলবার হ'তে
বঙ্গে এসে নিল বশে চুঁচুড়া নগর,
বসাইল বাণিজ্যের কুঠী বহুতর
ক্রমশঃ প্রবল হ'য়ে ভারতের মাঝ,
চালাইল বহুদিন বাণিজ্যের কাজ।
ওলন্দাজ জাতি হেথা আসে যে সময়,
সেইকালে ইংলণ্ডের বণিক-নিচয়
রাণী এলিজাবেথের সনন্দ লইয়া,
গঠিল কোম্পানী 'ইষ্টইণ্ডিয়া' বলিয়া।
ল'য়ে কত মালপত্র ভারতে আসিল,
সুরাটে প্রথম এক কুঠী বসাইল
ক্রমে নানা দিকে গঠি' কুঠী নানামত,
আনন্দে বাণিজ্য কার্য্যে রহিল নিরত।

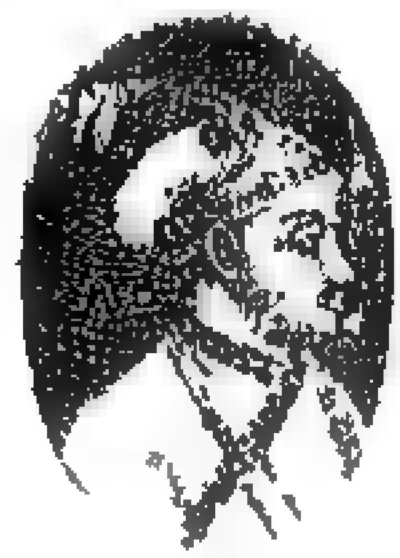
মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠা।

এখন যেখানে বড় মান্দ্রাজ নগর
পূর্ব্বে তথা' ছিল এক গ্রাম ক্ষুদ্রতর
ইংরাজ-কোম্পানী পরে কিনি' সেই গ্রাম,
বসাইল তথা' গড় 'সেণ্টজর্জ্জ' নাম।
বহুলোক এসে পাশে গৃহ নিরমিল,
ক্ষুদ্র গ্রাম ক্রমে বড় সহর হইল

বোম্বাই সাগরে ঘেরা, দ্বীপ ক্ষুদ্র অতি,
পর্ত্তুগীজ জাতি তা'র ছিল অধিপতি
ইংলণ্ডের এক রাজা তা'দের রাজার
দুহিতায় রাণীরূপে বরি' আপনার,
পান এই দ্বীপ তা'র যৌতুক বলিয়া,
কিন্তু ক্ষুদ্র বলি' তাহা নিজে না রাখিয়া,
ধার্য্য করি' বর্ষে সার্দ্ধ-শত-মুদ্রা পণ,
ইংরাজ-কোম্পানী-করে করেন অর্পণ।
বোম্বাই কুস্থান বড় ছিল সে সময়
জল-বায়ু ছিল তা'র মন্দ অতিশয়
কোম্পানীর যত্নে কিন্তু ভারতে এখন
প্রধান নগর রূপে তাহার গণন

কলিকাতা ছিল আগে আবৃত জঙ্গলে,
যাইত ডুবিয়া সব জোয়ারের জলে
জঙ্গলে ফিরিত বাঘ-ভালুকের দল,
হাঙ্গর-কুমীরে পূর্ণ ছিল সব জল
নিকটে তাহার সুতানুটী গ্রাম ছিল,
প্রথমে কোম্পানী আসি' তথায় বসিল
অতঃপর বঙ্গেশ্বর আজিম ওশানে,
ষোড়শ সহস্র মুদ্রা উপহার দানে,
লইল গোবিন্দপুর, কলিকাতা আর
সুতানুটী তাহাদের পূর্ব্ব অধিকার
সেই হ'তে একসঙ্গে এই তিন গ্রাম,
হইল প্রসিদ্ধ ধরি' কলিকাতা নাম
কত দিনে 'উইলিয়ম-কোর্ট' নাম দিয়া,
কোম্পানী তথায় দিল গড় বসাইয়া
এইরূপে হ'ল কলিকাতার গঠন,
ধনে জনে খ্যাতি যা'র ব্যাপ্ত এ ভুবন
নিকটে কালীর কোঠা কালীঘাট রয়,
তাই সহরের নাম কলিকাতা কয়

সিরাজউদ্দৌলা— অন্ধকূপ-হত্যা



কালে লোকান্তর হ'লে আলিবর্দ্দী খাঁর
উদ্ধত চরিত্রহীন দৌহিত্র তাঁহার,
সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গে নবাবী পাইয়া,
সিংহাসন ল'য়ে তা'য় বসিল উঠিয়া।

শৈশবে সিরাজ পেয়ে অযথা প্রশ্রয়
কুসঙ্গে মিশিয়ে বড় উচ্ছৃঙ্খল হয়
কাহাকেও না মানিত, শ্রদ্ধা না করিত,
কুৎসিত আমোদে মাতি' কুকাজে ফিরিত
অন্যে উত্তেজিত হ'য়ে হারাইত জ্ঞান,
না রাখিত জ্ঞানী, গুণী, মানীর সম্মান।
যখন যে ইচ্ছা মনে জাগিত তাহার,
করিত তখনি তাহা না করি' বিচার

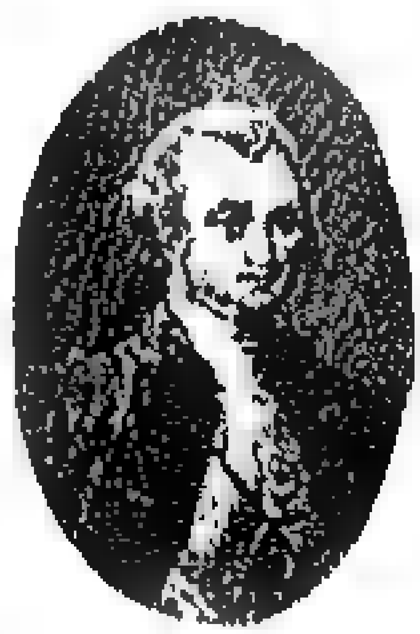
একেত সিরাজ ছিল মন্দ এই মত,
রাজ্য পেয়ে আরো মন্দ হইল উদ্ধত
রাজা রাজবল্লভের ■ দেখি' ধনরাশি,
লইতে সবলে তাহা হইল প্রয়াসী
ভয়ে কৃষ্ণদাস রাজবল্লভ-নন্দন
তীর্থ-ভ্রমণের ছলে সঙ্গে ল'য়ে ধন,
ইংরাজ-আশ্রয়ে কলিকাতায় আসিয়া,
'উইলিয়ম ফোর্ট' মধ্যে র'ল লুকাইয়া।
রাগিয়ে সিরাজ তাঁ'র ইংরাজ উপর
পঞ্চাশ-হাজার সেনা ল'য়ে অনুচর,
আক্রমিল কলিকাতা সতেজে যাইয়া,
ইংরাজ সামান্য দেড়শত সেনা নিয়া,
পাঁচদিন যুদ্ধ করি' আত্ম সমর্পিল,
সিরাজ ইংরাজ-দুর্গ আয়ত্তে আনিল
বন্দী করি' একশত ছ'চল্লিশ জন
সেনানী মাণিকচাঁদে করিল অর্পণ
রাত্রিতে মাণিকচাঁদ বন্দিগণে নিয়া,
'অন্ধকূপ' কারাগারে রাখিল রোধিয়া।

■ রাজবল্লভ, ঢাকার নবাবের সহকারী বা দেওয়ান ছিলেন

† উইলিয়ম ফোর্ট' মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র গৃহ উহাতে বাতাস ও

না হ'তে প্রভাত কক্ষ সে ভীম কারায়,
জুনের দারুণ তাপে, তীব্র পিপাসায়,
মরিল বন্দীর দল ছট্‌ফট্ করি',
কেবল তেইশ জন র'ল প্রাণ ধরি
এই মহাহত্যাকাণ্ড নিন্দিত নবাব,
'অন্ধকূপ-হত্যা' নামে ভারতে প্রচার

ক্লাইব—পলাশীর যুদ্ধ।



অন্ধকূপ-হত্যা যবে হয় সংঘটন,
মাদ্রাজে তখন ছিল বীর একজন,

আলো ভালরূপ প্রবেশ করিতে পারিত না বলিয়া, দুর্গের লোকেরা উহাকে 'অন্ধকূপ' বলিত

ক্লাইব তাহার নাম ; কেরাণী হইয়া,
আইসে প্রথমে কোম্পানীর কাজ নিয়া।
কিন্তু ভাল না লাগিল সেই কাজ তা'র,
ছাড়িয়ে কলম, হাতে নিল তলোয়ার।
বার বার বৈরিদলে বিমুখি' সংগ্রামে,
হইল বিখ্যাত, দক্ষ সেনাপতি নামে।
অন্ধকূপ-হত্যা-কথা শুনিয়া এখন,
রণরঙ্গে বঙ্গে এসে দিল দরশন
নিল পুনঃ কলিকাতা আয়ত্ত করিয়া,
সিরাজ হইল বাধ্য, সন্ধি সংস্থাপিয়া।

এদিকে বঙ্গের বড় কর্ম্মচারী যত,
সিরাজের অত্যাচারে হ'য়ে মর্ম্মাহত,
বক্সী মীরজাফরেরে* দিতে সিংহাসন,
করিল গোপনে এক চক্রান্ত গঠন।
জাফর যদিও ছিল বড় সেনাপতি,
সিরাজের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠতা অতি,

* মীরজাফর নবাবের সেনাপতি ও বক্সী এই উভয়পদেই নিযুক্ত ছিলেন সেনাদিগের বেতন বণ্টন করিয়া দেওয়া ভার বক্সীর উপরে [illegible] থাকিত

তথাপি অগ্রণী হ'য়ে চক্রান্তে মিশিল,
সাহায্যের তরে ত্বরা ক্লাইবে ডাকিল।
বুঝিল ক্লাইব,—বঙ্গে সিরাজের মত
নবাব থাকিলে হ'বে অত্যাচার কত
তাই আর সে সুযোগ ত্যাগ না করিয়া,
ছুটিল মুর্শিদাবাদে সেনাদল নিয়া।
সিরাজ সংবাদ পেয়ে সাজিয়ে আসিল,
পথে পলাশীর মাঠে সংগ্রাম বাধিল
সিরাজের সেনা ছিল পঞ্চাশ হাজার,
পঞ্চাশ কামান তা'র উপরে আবার
ছ'হাজার সেনা, আট কামান লইয়া,
ক্লাইব তাহারে তথা দিল হারাইয়া।
সিরাজ নৌকায় চড়ি' ভয়ে পলাইল,
দানাসা ফকির তা'রে ধরাইয়া দিল
নিষ্ঠুর মীরণ মীরজাফর কুমার,
পাইয়ে সিরাজে করে করিল সংহার।
পলাশী গ্রামের এই যুদ্ধজয় হ'তে,
ইংরাজ-রাজ্যের হ'ল আরম্ভ ভারতে

দেওয়ানী-লাভ

তৎপরে ক্লাইব মীরজাফরে আনিয়া
বঙ্গের নবাবীতক্তে দিল বসাইয়া
লাগিল করিতে তা'র রক্ষণাবেক্ষণ,
কিন্তু শেষে দেশে ফিরে করিলে গমন—
হইল জাফর হীন-সহায়, দুর্বল,
নারিল রাখিতে নিজ রাজ্য সুশৃঙ্খল
তাই তা'রে ইংরাজেরা ছাড়াইয়া দিয়া,
করিল নবাব মীর কাসেমে আনিয়া।
কাসেম সে উপকার মনে নাহি গণি',
ইচ্ছিল স্বেচ্ছায় রাজ্য শাসিতে আপনি
ইংরাজ বিরক্ত হ'য়ে তা'র সিংহাসন
লইয়ে, জাফরে পুনঃ করিল অর্পণ
রাজ্যচ্যুত হ'য়ে মীর কাসেম কুপিল,
দলে বলে অযোধ্যায় গিয়ে উত্তরিল
অযোধ্যা-নবাব সুজা, পাতসাহ আর,
নিজ নিজ সেনা ল'য়ে পক্ষ হ'য়ে তা'র
যুঝিতে ইংরাজসহ বিক্রমে আসিল,
বক্সারে ইংরাজ-সেনা গিয়ে বাধা দিল

করিল পরাস্ত তথা শত্রু তিন জনে,
অযোধ্যা, এলাহাবাদ আনিল শাসনে
কাসেম হারিয়ে ভয়ে দূরে পলাইল,
কি ঘটিল ভাগ্যে তা'র কেহ না জানিল

পাঁচ বর্ষ পরে আসি' ক্লাইব আবার,
গবর্ণর হ'য়ে নিল শাসনের ভার।
বাঁধিল সন্ধির ডোরে অযোধ্যা-ঈশ্বরে,
ফিরে দিয়ে রাজ্য তাঁ'কে ভূষিল আদরে
শা আলমে করি' পরে পাতসা স্বীকার,
নিল তা'র ঠাঁই হ'তে দে(ও)য়ানীর ভার
পাতসা প্রকাশ্য এক সভায় বসিয়া,
কড়া ও এলাহাবাদ অধীনে পাইয়া,
বার্ষিক ছাব্বিশ লাখ টাকা রাজকরে,
বঙ্গের দে(ও)য়ানী দিল কোম্পানীর করে
স্থির হ'ল, অতঃপর সব বাঙ্গালার
করিবে নবাব মোকদ্দমার বিচার
রাজস্বের যত কাজ কোম্পানী করিবে,
কর মাত্র পাতসা ও নবাব পাইবে
এই দে(ও)য়ানীর বলে, বঙ্গে কোম্পানীর,
প্রতিষ্ঠা হইল সব শাসন-শক্তির

হায়দর আলী ও টিপু সুলতান।

ক্লাইব ফিরিলে দেশে কিছু দিন পর,
দাক্ষিণাত্যে মহীশূর রাজ্যের ভিতর,
দেখা দিল শত্রু এক হায়দর নামে,
অসম সাহসী, খুব নিপুণ সংগ্রামে।
হায়দর আলী এক সেনার তনয়,
বাল্যে পিতৃহীন হ'য়ে নানা কষ্ট সয়।
মহীশূর রাজ্যে এক হিন্দুরাজা ছিল,
বড় হ'য়ে তা'র সেনাদলে প্রবেশিল।
সমরে সাহস, শক্তি, নিপুনতা অতি,
প্রদর্শন করি' ক্রমে হ'ল সেনাপতি।
বহুসেনা, অস্ত্রশস্ত্র, সংগ্রহ করিয়া,
প্রধান সেনানী-পদ লইল কাড়িয়া।
তৎপরে রাজায় করি' কারায় স্থাপন,
নিজে হ'য়ে রাজা, তা'র নিল সিংহাসন॥
দক্ষিণে ত্রিশক্তি ছিল প্রধান তখন,
ইংরাজ, নিজাম আর মহারাষ্ট্রগণ।
হায়দর সন্ধি করি' নিজামের সনে,
ইংরাজের সঙ্গে এসে রত হ'ল রণে।

রুষিল ইংরাজ তা'র দেখি' ব্যবহার,
বহু সেনা ল'য়ে হ'ল সম্মুখীন তা'র
প্রথমে চাঙ্গামা, পরে ত্রিণমালী গিয়ে,
দিল হারাইয়ে তা'রে বিক্রমে যুঝিয়ে।
তবু হায়দার তা'র না হয়ে দুর্ব্বল,
ঢুকিল মাদ্রাজে ল'য়ে সঙ্গে সেনাদল।
রাজ্যমাঝে হায়দরে করি' দরশন,
সন্ধি করি' ইংরাজেরা মিটাইল রণ।
সান্ধতে হইল স্থির—বিপদ সময়,
একপক্ষ অপরের হইবে আশ্রয়

চারিবর্ষ থাকি' স্থির হায়দার আলী
সন্ধি লঙ্ঘি' ভঙ্গ করি' পূর্ব্বের মিতালী,
কর্ণাটে ইংরাজ-সহ যুদ্ধ আরম্ভিল,
কর্ণেল বেলীর সেনা সব বিনাশিল।
সেনানী আয়ার কুট বীর তা'রপরে
করিল নিরস্ত তা'রে বিষম সমরে
পরাভবে ক্ষুব্ধ হ'য়ে ম'ল হায়দর,
পুত্র তা'র টিপু রণে হ'ল অগ্রসর
বর্ষাধিক যুদ্ধ করি' বশ্যতা মানিল,
সন্ধি করি' কোম্পানীর শত্রুতা ছাড়িল।

বৈরভাব কিন্তু তা'র ছিল মনে মনে,
দেখিত ইংরাজে বড় ঘৃণার নয়নে
করিতে তাদের তাই অনিষ্ট সাধন,
ফরাসীর সঙ্গে হ'ল চক্রান্তে মগন
কোম্পানীর গবর্ণর ওয়েলেস্লী তা'য়,
পাঠাইল বহুসেনা টিপুর শিক্ষায়
দুই দিক দিয়ে তা'রা তাহারে ঘেরিল,
প্রাণপণে যুঝি' টিপু জীবন ছাড়িল।
অধর্ম্মে অর্জ্জিত রাজ্য ভেঙ্গে গেল তা'র,
হ'ল মহীশূর হিন্দুরাজার আবার।
বদান্য ইংরাজ তা'র এক বংশধরে,
রাজা করি' বসাইল রাজ্যের ভিতরে
আজো মহীশূরে সেই হিন্দুরাজগণ
ইংরাজ-কৃপায় রাজ্য করিছে শাসন

ওয়ারেণ হেষ্টিংস।



ক্লাইব দে(ও)য়ানী ল'য়ে যেসব নিয়ম
করেন, তাহাতে ফল ফলিল বিষম
দু'রাজার হাতে পড়ি' প্রজারা সকল,
না পাইল সুখ, বড় হ'ল অমঙ্গল
কোম্পানী, নবাব স্ব স্ব কার্য্যভার নিয়া,
থাকিত সতত ব্যস্ত, শাসন ছাড়িয়া
বাড়িল প্রজার তা'য় অশান্তি, অভাব,
চৌর্য্য দস্যুতার দেশে হ'ল প্রাদুর্ভাব।
তদুপরি আর এক দুর্দ্দৈব প্রবল
আসিয়ে, বাঙ্গালা-রাজ্য দিল রসাতল।

'ছিয়াত্তরে মন্বন্তর' * নাম দেশে তা'র,
তৃতীয়াংশ লোক যা'তে মরে বাঙ্গালার
বিলাতে শুনি' সে কথা কর্তৃপক্ষগণ
নাশিতে প্রজার কষ্ট করিল মনন
হেষ্টিংসে সুযোগ্য বুঝি' কার্য্যে নিয়োজিল,
নিয়মে শাসিতে রাজ্য তা'রে আজ্ঞা দিল
হেষ্টিংস কেরাণী হ'য়ে সাহেবের মত,
আসিয়ে ভারতে ছিল স্বকার্য্যে নিরত
এখন শাসক হ'য়ে সে কাজ ছাড়িয়া,
আরম্ভিল রাজ্য কলিকাতায় আসিয়া
দিল তুলে বাঙ্গালার দ্বিবিধ-শাসন,
স্বহস্তে সমস্ত কার্য্য করিল গ্রহণ
চালাইতে সুনিয়মে শাসন, বিচার,
মুরশিদাবাদ হ'তে রাজধানী আর
রাজকোষ তুলি, কলিকাতায় আনিল,
রাজস্বে, বিচারে বহু ব্যবস্থা স্থাপিল
বসাইল আদালত জেলায় জেলায়,
কাজী, মুফ্‌তি, কলেক্টর নিয়োজিল তা'য়

* বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এজন্য লোকে ইহাকে 'ছিয়াত্তরে মন্বন্তর' নামে অভিহিত করে

নিবারিতে কোম্পানীর অর্থের অভাব,
কমাইল বৃত্তি, যাহা পাইত নবাব,
সম্রাটে অধীন দেখি' বিপক্ষ রাজার,
রহিত করিল প্রাপ্য রাজকর তা'র
কড়া ও এলাহাবাদ ফিরাইয়ে নিল,
অযোধ্যা-নবাব-হস্তে তাহা সমর্পিল ;
পাইল পঞ্চাশ লাক বিনিময় তা'র
লইয়া চল্লিশ লাক টাকা বেশী আর,
নবাবে রোহিলা-রণে সাহায্য করিল,
সেনা দিয়ে তা'র সব বিপক্ষে দমিল
এরূপে হেষ্টিংস, কর নাকরি' স্থাপন,
কোম্পানীর অর্থ-কষ্ট করিল বারণ
তাঁহার ব্যবস্থাগুণে রাজ্যের মাঝার,
সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল আবার

এইকালে ইংলণ্ডের রাজা সদাশয়,
কোম্পানীর রাজ্য দেখি' ব্যাপ্ত দেশময়,
'শৃঙ্খলা-স্থাপক-বিধি' প্রচার করিয়া,
রাজ্যের শৃঙ্খলা, শক্তি দিল বাড়াইয়া।
বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হেস্টিংস্ তা'য়
বছরে আড়াই লাক টাকা মাহিনায়,

'গবর্ণর জেনারেল' উপাধি ধরিল,
সবার প্রধান থাকি' শাসিতে লাগিল।
হেষ্টিংস-শাসনকালে মারাঠা নিকর
দুই পক্ষ হ'য়ে করে দ্বন্দ্ব পরস্পর
এক পক্ষে গিয়ে তা'র ফরাসী মিশিল,
ইংরাজ অপর পক্ষে যোগদান দিল
চলিল সমর সাত বৎসর ধরিয়া,
সলবাই-সন্ধিতে শেষে গেল তা' মিটিয়া
পাইল ইংরাজ তা'র সাল্‌সেট, বাসীন,
এলিফাণ্টা নামে খ্যাত ক্ষুদ্র দ্বীপ তিন।

ইংরাজ-রাজ্যের দৃঢ়াকরণ।

কোম্পানীর রাজ্য ক্রমে বঙ্গদেশ হ'তে
দেখিতে দেখিতে হয় ব্যাপ্ত এ' ভারতে
দেশের রাজারা কিন্তু যুঝি' পরস্পর,
রাখিয়ে ফরাসী সেনা রাজ্যের ভিতর,
নানারূপ অশান্তির করিত সাধন,
কোম্পানীর সঙ্গে আসি' বাধাইত রণ।
লর্ড ওয়েলেস্লী তা'র নিবারণ তরে,
ডাকিয়ে অভয় দিয়ে নৃপতি নিকরে
কহিল—ইংরাজে করি' প্রধান স্বীকার,
ছাড়িতে ফরাসী সঙ্গ, সাহায্য তাহার।
শুনি' সেই কথা তা'র, রাজা দুইজন
করিল কোম্পানী-করে আত্মসমর্পণ।
মারাঠা নৃপতি এক পেশোয়ে বলিয়া,
শত্রুহস্তে পরাজিত, তাড়িত হইয়া,
বাসীনে আসিয়ে ভয়ে বশ্যতা মানিল,
ইংরাজ-আশ্রিত হ'য়ে সন্ধি সংস্থাপিল।
অপর মারাঠা রাজা ভোঁসলা, সিন্ধিয়া,
হোল্কার উঠিল তা'হে বিষম কুপিয়া।

মারাঠা জাতির শক্তি নাশের শঙ্কায়,
ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিল ত্বরায়
কোম্পানীর দুই ধার সমর-প্রবীণ
দলে বলে তাহাদের হ'ল সম্মুখীন
আসাই, আগাম, দিল্লী, লাসোয়ারী রণে,
হারাইল পরপর প্রথম দু'জনে
দীর্ঘের সমরে পরে হোল্কারে দমিয়া,
দিল্লী, আগ্রা আদি স্থান লেক জিনিয়া
বন্দী ছিল পাতশাহ দিল্লীতে তখন,
উদ্ধারি' তাহারে, বৃত্তি করিল অর্পণ
এরূপে প্রবল তিন মারাঠা ভূপতি
ছাড়িল শত্রুতা মানি' ইংরাজ শকতি।

ওয়েলেস্লী গেলে চলি' মাত্র ক'বছর
রহিল অক্ষুণ্ণ শান্তি ভারত-ভিতর
কিন্তু শেষে নেপালের গুর্খা সেনাদল,
মারাঠা রাজারা পুনঃ হইল প্রবল।
আরম্ভিল নানাবিধ মন্দ আচরণ,
অশান্তির স্রোতে দেশ হইল মগন
পাঠাইয়ে বহু সেনা ইংরাজেরা তা'য়,
গুর্খা ও মারাঠাদলে দমিল হেলায়

মণ্ডলা, নর্মদাতীর আদি স্থান কত,
নিল করি' কোম্পানীর রাজ্য-মধ্যগত
তৎপরে ব্রহ্মের বাসী মগ শত্রুগণ,
ইংরাজ-রাজত্বে করে লুণ্ঠন, পীড়ন
ইংরাজের পরাক্রমে কিন্তু তা'রা সব
রাজ্য দিয়ে, বাধ্য হ'ল ছাড়ি' উপদ্রব

এই ভাবে ভারতের বড় রাজা যত,
একে একে হেরে রণে হ'ল অবনত
নিশ্চিন্ত হইয়ে তা'য় কোম্পানী তখন,
প্রজার হিতের তরে সঁপিল জীবন।
শান্তিহীন ছিল দেশ, নানা উপদ্রব
করিয়ে ফিরিত সদা দুষ্টলোক সব।
দস্যু-ভয়ে প্রজাগণ ধন প্রাণ ল'য়ে
থাকিত সতত অতি শঙ্কাযুক্ত হ'য়ে
পিণ্ডারী পাষণ্ডদল, ঠগ দস্যুগণ
বধিত জীবন, ধন করিত লুণ্ঠন।

চারি দিকে এই মত হ'ত অত্যাচার,
নানা কষ্ট, অসুবিধা বাড়িত প্রজার।
কোম্পানী কঠোরহস্তে কিন্তু সে সকল
ক্রমশঃ নিবারি' দেশ করিল শীতল।

পূর্ব্বে স্বামিশব-সহ হিন্দু নারীগণ,
জ্বলন্ত চিতায় শুয়ে ছাড়িত জীবন
ছেলে না হইলে লোকে 'মানসা' করিয়া,
প্রথম সন্তান দিত জলে ভাসাইয়া।
খন্দ নামে বুনো জাতি, শস্যের আশায়
মানুষ কাটিয়ে রক্ত দিত দেবতায়
এই মত আরো কত প্রথা ভয়ঙ্কর,
ছিল প্রচলিত এই দেশের ভিতর।
ইংরাজ প্রজার সুখ, সুবিধা ভাবিয়া,
সমস্ত কুপ্রথা, দোষ দিল উঠাইয়া
আর যা'তে এদেশের অধিবাসিগণ,
সহজে করিতে পারে জ্ঞান উপার্জ্জন,
তাহার ব্যবস্থা-হেতু ভারত-ভিতর
বসাইল ছোটবড় ইস্কুল বিস্তর
যোগ্য দেশবাসিগণে সাদরে আনিয়া,
উচ্চ উচ্চ রাজকাজে দিল বসাইয়া
এইরূপ হিতকর কার্য্য অগণন,
করিয়াছে দূঢ়ীভূত ইংরাজ-শাসন।

শিখজাতি—রণজিৎসিংহ ও শিখযুদ্ধ।



গুরু নানকের মত মানি' ল'য় যা'রা,
'শিখ' এই নামে দেশে খ্যাত হয় তা'রা
স্বধর্ম্মের শিক্ষামতে সুখে, শান্তভাবে,
নিরুদ্বেগে তা'রা কাল যাপিত পঞ্জাবে।
গুরুরা নির্জ্জনে, সাধু-সন্ন্যাসীর মত
থাকিত সতত ধর্ম্ম-পালনে নিরত

বহু দিন সেই ভাব কিন্তু না রহিল,
শক্ররূপে মোগলেরা আসি' দেখা দিল
শিখের শিক্ষায় মুগ্ধ মুসলমানদল
শিখধর্ম নিত্ত বলি' কুপিল মোগল,
বিষম বিদ্বিষ্ট হ'য়ে তাদের উপর
আরম্ভিল অত্যাচার, পীড়ন বিস্তর
না পারি সহিতে তাহা শান্ত শিখগণ,
প্রতিকার-হেতু শেষে যুদ্ধে দিল মন
গুরু গোবিন্দের শিক্ষা, সাহায্য পাইয়া,
শক্তিশালী জাতিরূপে উঠিল গঠিয়া।
করিল বিস্তর ক্ষুদ্র রাজত্ব-স্থাপন,
লাগিল পৃথকভাবে করিতে শাসন
কতদিনে শিখকুলে লভি' অভ্যুদয়,
রণজিৎ সিংহ হ'ল বীর অতিশয়
বুদ্ধি বলে বহুরাজ্যে একত্রে গাঁথিয়া,
উঠিল সবার শ্রেষ্ঠ, গরিষ্ঠ হইয়া
'পঞ্জাব কেশরী' এই উচ্চ আখ্যা নিল,
ইংরাজের বন্ধু হ'য়ে সন্ধি সংস্থাপিল।
রণজিৎ সিংহ ছিল মূর্খ-নিরক্ষর;
না পারিত নিজ নাম করিতে স্বাক্ষর

আদেশ-পত্রাদি সব কুঙ্কুম-রঞ্জিত
স্ব-হাতের 'পাঞ্জা' দিয়ে করিত চিহ্নিত।
কিন্তু তা'র বুদ্ধি, বহুদর্শিতা, বিক্রম,
সমর-নৈপুণ্য, বল ছিল অনুপম।
নিজেই করিত আয়ব্যয়-নির্দ্ধারণ,
হিসাবের ভার কা'রে না দিত কখন।
সংকেতে কঞ্চির গায় চিহ্নমাত্র দিয়া,
রাজ্যের হিসাব সব লইত বুঝিয়া

একদিনো রণজিৎ ইংরাজের সহ
করে নাই কোনোরূপ বিবাদ, কলহ।
দূরদর্শিতার বলে বুঝেছিলো সার,
ভারতে ইংরাজ প্রভু হইবে সবার
তাই ভারতের ম্যাপে দেখি' একদিন,
লাল রঙে আঁকা রাজ্য ইংরাজ-অধীন,
'সব লাল হো যায়েগা' বাক্য উচ্চারিল,
ভাবী রাজা ইংরাজেরা ভাবে জানাইল।
ফলিয়াছে ভবিষ্যৎ-বচন তাহার,
ইংরাজ সম্রাট এবে ভারত-মাঝার।

রণজিৎ হ'লে গত, পঞ্জাবের ভার
পাইল দলিপসিংহ, শিশুপুত্র তা'র।

নারিল রাখিতে বশে শিখসেনা সব
উঠাইল তা'রা দেশে নানা উপদ্রব
অবশেষে শত্রুভাবে শতদ্রু লঙ্ঘিয়া,
ইংরাজ-অধীন রাজ্য আক্রমিল গিয়া।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ইংরাজেরা যুদ্ধ বাধাইল,
বারবার শিখদলে দূরে বিতাড়িল
অবশেষে গুজরাটে বিজয়ী হইয়া,
লইল পঞ্জাব সব আয়ত্ত করিয়া
শিখশক্তি, প্রভুত্বের হ'ল অবসান,
পাইল কোম্পানী মণি 'কোহিনুর' * নাম

সিপাহী-বিদ্রোহ।

পঞ্জাব-বিজয় কাজ যে করে সাধন,
ডালহৌসী নাম তা'র মহা বিচক্ষণ
আট বর্ষ সুনিয়মে শাসিল এদেশ,
দেখাইল আপনার কৃতিত্ব বিশেষ
ইংরাজ শাসন দেশে বুঝি' হিতকর,
বিস্তারে তাহার চেষ্টা করিল বিস্তর।

* এই মণি এখন আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের রাজ মুকুটে শোভা পাইতেছে।

যে সকল রাজ্যে বড় ছিল কুশাসন,
প্রজার সুবিধা, সুখ না হ'ত সাধন,—
ইংরাজের অধিকারে আনি' সে সকল,
সাধিল দেশের হিত, প্রজার কুশল।
ঠিক অভিপ্রায় তাঁ'র কিন্তু না বুঝিয়া,
উঠিল অনেক লোক বিরক্ত হইয়া
তদুপরি তাঁ'র দীর্ঘ শাসন-সময়,
ইংরাজী শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত হয়
ভারতে প্রথম হয় রেলের বিস্তার,
তাড়িতের বলে তারে চলে সমাচার
সেতু, পথ, ডাকঘর, চিকিৎসা-আলয়,
ইস্কুল, কালেজ, সব লভে অভ্যুদয়
এইরূপে আরো কত নূতন, নূতন,
দেশ-হিতকর-কার্য্য হয় সংসাধন
নির্ব্বোধেরা কিন্তু তাহে ভাল না দেখিল,
হিতে বিপরীত বুঝি' হৃদয়ে ভাবিল,—
বুঝিবা ইংরাজ করে খৃষ্টান সকলে,
ভারতের ধর্ম্মকর্ম্ম যায় রসাতলে
দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে আবার
সিপাহী-সেনায় হয় টোটার প্রচার

দন্তে ছিন্ন করি' সেই টোটা সমুদয়,
বন্দুকে পুরিতে হ'ত যুদ্ধের সময়
দুষ্ট লোকে দিল তাহে তুলে' জনরব,—
'চর্ব্বি দিয়ে ইংরাজেরা গঠি' টোটা সব,
হিন্দু মুসলমানজাতি সিপাহীর দলে,
করিতে খৃষ্টান চেষ্টা করিছে কৌশলে।'
শুনি' জনরব রোষে বিবশ হইয়া,
নির্ব্বোধ সিপাহীদল উঠিল ক্ষেপিয়া।
লুটে নিল ধনাগার, গৃহ পোড়াইল
বধিল ইংরাজে যথা যাহারে দেখিল
দিল ছাড়ি বন্দী, খুলি' জেলখানা সব,
ঢুকিল দিল্লীতে করি 'মার মার' রব।
বৃত্তিভোগী পাতসাহ বাহাদুরসায়,
ভারতের রাজা বলি' বসিল তথায়
চারিদিকে বিদ্রোহের ধ্বজা উঠাইল,
সমস্ত ভারতে ঘোর অশান্তি তুলিল

বিঠুরে দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়ার
পোষ্যপুত্র, নাম নানাসাহেব যাহার,
মাসহারা না পাইয়া, ইংরাজের প্রতি
মনে মনে ছিল হ'য়ে অসন্তুষ্ট অতি

কানপুরে দেখি' এবে বিদ্রোহ ভীষণ,
যোগ দিল তা'হে দুষ্ট হয়ে হৃষ্টমন।
পশুর মতন করি' ঘোর অত্যাচার
অজস্র ইংরাজে তথা করিল সংহার
দেখাদেখি ইংরাজের বৈরি আর যত,
দলে বলে আসি' হ'ল বিদ্রোহে নিরত।
বিষম বিপ্লব-বহ্নি জ্বালাইয়ে দিল,
কিন্তু ইংরাজেরা তাহে ভয় না পাইল।
কোম্পানীর গবর্ণর ক্যানিঙ্ সুধীর,
প্রতিকারে দিল মন, না হয়ে অস্থির।
শত্রু-করায়ত্ত যত রাজ্যাদি আবার
আনিল ক্রমশঃ সব বশে আপনার।
বিক্রমে বিপক্ষদলে করিল দমন,
নিবাইল বিদ্রোহের ভীম হুতাশন।
নেপালের বনে নানা ভয়ে পলাইল,
মোগলমানে বাহাদুর আটক রহিল।

রাজ শাসন

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যভার গ্রহণ।

অতঃপর ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়া রাণী
দিলেন উঠা'য়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমান ভাবিয়া
পালিবেন প্রজাগণে সুবিচার দিয়া,—
সর্ব্বত্র ঘোষণা এই করি' প্রচার,
লইলা ভারত রাজ্য হস্তে আপনার
ক্যানিং তখন মহারাণীর হইয়া,
লাগিলা শাসিতে 'ভাইসরয়' নাম নিয়া।

দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া, কিছুকাল পর
ধরিলা 'ভারতেশ্বরী' উপাধি সুন্দর
ভারতের ভাইসরয় লীটন তখন
করিল বিরাট সভা দিল্লীতে স্থাপন
আসি' তা'য় ভারতের নৃপতিরা সব
রাণীরে সম্রাট বলি' করিল গৌরব

দয়ায় ছিলেন রাণী সবার প্রধান,
জ্ঞানে, গুণে কেহ তাঁ'র না ছিল সমান
তাঁহার শাসনে সুখী ছিল প্রজাগণ,
দেখিত সকলে তাঁ'রে মায়ের মতন।

তাঁহার আদেশে জ্যেষ্ঠ গুণীপুত্র তাঁর,
আসেন ভারতে দশা দেখিতে প্রজার।
বহুদিন রাজ্য করি' রাণী ভিক্টোরিয়া,
যান স্বর্গধামে মর-জগত ছাড়িয়া
পুত্র তাঁর এডোয়ার্ড সপ্তম তখন
মাতৃরাজ্যে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন,
তিনিও ভারতে, ভক্ত প্রজার লাগিয়া,
মাতার মতন পুত্রে দেন পাঠাইয়া
অতঃপর এডোয়ার্ড রাজ প্রজাপর,
হন স্বর্গবাসী ছাড়ি শরীর নশ্বর।
সুশীল পঞ্চমজর্জ্জ তাঁহার নন্দন,
বিশাল রাজ্যের ভার করেন গ্রহণ।
নানাগুণে রাজা জর্জ্জ গরীয়ান অতি,
বর্ত্তমানে আমাদের তিনিই ভূপতি
প্রজার উপরে তাঁ'র মমত্ব বিস্তর,
তাই আসি' সমহিষী ভারত-ভিতর,
দেখা দিয়ে প্রজাদলে করেন শীতল,
বাড়া'ন রাজ্যের বহু সুখ, সুমঙ্গল
দুই বঙ্গ এক করি' তাহার উপর,
স্থাপিলা নূতন এক বিজ্ঞ গবর্ণর

উড়িষ্যা, বিহার, ছোটনাগপুর নিয়া,
স্বতন্ত্র প্রদেশ এক দিলেন গঠিয়া।
অর্পিলা শিক্ষার হেতু অর্থ বহুতর,
সাধিলা দেশের হিত, উন্নতি বিস্তর।
রাজা রাণী উভয়েরে ভারতে দেখিয়া,
'জয় রাজা, জয় রাণী' নিনাদ তুলিয়া,—
যেরূপ আনন্দে হয় মগ্ন প্রজাগণ,
ভারতে সেরূপ কেহ দেখেনি কখন।
করুন ঈশ্বর দোঁহে দীর্ঘায়ু প্রদান,
রাজা হোক চিরস্থায়ী, বাড়ুক সম্মান।
ভারতে আসেন রাজা, রাণী যে সময়
হার্ডিঞ্জ তখন হেথা ছিলা ভাইসরয়
তাঁহার শাসন-শেষে য়ুরোপে ভীষণ
দেশব্যাপী মহারণ হয় সংঘটন
আমাদের রাজা, ন্যায়-ধর্ম্মের সম্মান
রাখিতে, সে রণে যোগ দিয়াছেন দান।
যদিও তাঁহার সেনা, সম্পদ বিপুল,
সাম্রাজ্য গৌরবে কেহ নহে সমতুল,
তথাপি ভারতবাসী সাহায্যে তাঁহার
দিতেছে কতই ধন, সেনা কত আর।

ভারতের বীরগণ রণভূমে গিয়া
যুঝিছে জীবনপণে রাজার লাগিয়া
রাখিতে সম্ভ্রম, শক্তি অক্ষুণ্ণ তাঁহার,
অকাতরে করিতেছে প্রাণ পরিহার
এস সবে ঈশ-স্থানে করি' এ' কামনা,—
জয়ী হোন রাজা, তাঁর পুরুক বাসনা

ইংরাজ-শাসনের উপকারিতা

ইংরাজ শাসনে সুখ, সুবিধা অপার
বাড়িয়াছে দেশময়, ঘুচিয়াছে সব ভয়,
সদা শান্তি-সুখময় হৃদয় সবার।
নাহি সে বিদ্রোহিগণ, বৈদেশিক আক্রমণ,
লুণ্ঠন, পীড়ন, রণ, ডাকা, চুরি ভয়,
বিজেতার অত্যাচার, নির্জ্জিতের হাহাকার,
অবিচার, অনাচার পাইয়াছে লয়।
প্রজার হিতের লাগি' আপনি ইংরাজ
যোগাইছে আনি' কত পণ্যদ্রব্য নানামত,
সাধিছে সতত শত হিতকর কাজ
নিবারিতে সবাকার অজ্ঞানতা-অন্ধকার,
খুলিয়াছে শিক্ষাগার যথায় তথায়,

নাশিয়াছে রোগভয়, করিয়া চিকিৎসালয়,
দীন হীন সমুদয় সদা সুখী তা'য়
ইংরাজের রেলগাড়ী, তাড়িতের তার,
সেতু, পথ পরিসর, মুদ্রাযন্ত্র, ডাকঘর,
করিয়াছে বহুতর সুখের সঞ্চার
কলের নির্ম্মল জল, বাড়ায় স্বাস্থ্যের বল,
গ্যাসালোক সমুজ্জ্বল অন্ধকার হরে,
সুন্দর ইংরাজী ভাষা, নিবারে ধনের তৃষা,
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশা ফলবতী করে।
ইংরাজের সুবিচার, উদার শাসন,—
পক্ষপাতহীনতায়, যে যেমন যোগ্য তা'য়
উচ্চপদ, প্রতিষ্ঠায় তুষে সর্ব্বক্ষণ
এইরূপ নানামত, উপকার শত শত,
পায় দেশবাসী যত ইংরাজ-কৃপায়।
অতএব শিশুগণে, দেব-সম ভাবি' মনে,
ভক্তি কর অনুক্ষণে ইংরাজ-রাজায়
নিরবধি বিধি পদে কর নিবেদন,—
'রাখ দেব! চিরস্থায়ী ইংরাজ-শাসন'

সম্পূর্ণ